প্রথম প্রকাশ

২৫শে, ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৪

প্রকাশক

শ্রীশক্তিকুমার ভাদুড়ী

দি বিহার সাহিত্য ভবন লিঃ

২৫।২, মোহনবাগান রো

কলিকাতা—৪

মুদ্রাকর

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দে

নিউ মদন প্রেস

৯৫, বেচু চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট,

কলিকাতা—৯

বাঁধাই

বাসন্তী বাইণ্ডিং ওয়ার্কস্

১।৯, মির্জাপুর ষ্ট্রীট,

কলিকাতা—৯

দাম—একটাকা চার আনা।

নাট্যকারের বক্তব্য

দশবছর পূর্বে উনপঞ্চাশ নম্বর মেস লিখেছিলুম। সেই সময়ে বইটি বেতারে সর্বপ্রথম প্রচারিত হয় ও শ্রোতৃবৃন্দের অজস্র প্রশংসা পাওয়া যায়। শনিবারের চিঠিতে তার কিছু দিন পরে বন্ধুবর সজনীকান্ত দাস-মহাশয় এটি প্রকাশ করেন এবং প্রকাশিত হবার পরেই বাংলাদেশের বহু সৌখিন সম্প্রদায় ও স্কুল কলেজের ছাত্ররা এটি অভিনয় করতে থাকেন।

উনপঞ্চাশ নম্বর মেস যে এতখানি জনপ্রিয় হবে তা আমিও প্রথমে বুঝতে পারিনি—কিন্তু ক্রমশঃ এর চাহিদা বাড়তে থাকে। স্বতন্ত্র বই আকারে প্রকাশ করার বাসনা অনেক দিন পূর্বেই ছিল কিন্তু বইটি অন্ততঃ দু ঘণ্টার মত যাতে অভিনয় করা সম্ভব হয় সে জন্যে দু একটি দৃশ্য বাড়িয়ে দেবার ইচ্ছা করেছিলুম কিন্তু হয়ে ওঠেনি।

পরে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাল ডাঃ শ্রীহরেন্দ্র কুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় দেশবন্ধু স্মৃতি ভাণ্ডারের জন্য যখন উনপঞ্চাশ নম্বর মেসটির অভিনয় করার জন্য আমায় অনুরোধ জানান তখন বাধ্য হয়ে তাড়াতাড়ি দুটি দৃশ্য সংযোগ করি। বাংলাদেশের প্রায় সমস্ত কৌতুকাভিনেতারাই এই বইটিতে অংশ গ্রহণ করেন ও এটিকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য চেষ্টা করেন।

বেতার ও রঙ্গমঞ্চে বহু অভিনেতা এই বইটির অভিনয় করেছেন বহুবার। সর্বপ্রথম অক্ষয়ের ভূমিকায়, শৈলেন চৌধুরী, চিদ্‌ঘনানন্দের ভূমিকায়, ইন্দু মুখোপাধ্যায় ও বিরূপাক্ষের ভূমিকায়, সত্য মুখোপাধ্যায় তখনকার দিনের তিনটি শ্রেষ্ঠ কৌতুকাভিনেতা অংশ গ্রহণ করেন। গভীর দুঃখের বিষয় তাঁরা সকলেই আজ পরলোকের যাত্রী, কিন্তু মেস নম্বর উনপঞ্চাশ অভিনয়ের সঙ্গে তাঁদের স্মৃতি বিজড়িত হয়ে আছে আমার মনে।

মেস নম্বর উনপঞ্চাশ বইটি ব্যঙ্গ-নাট্য কিন্তু ব্যঙ্গ-নাট্য অভিনয় করতে গেলে অভিনেতাদের দক্ষতা অসাধারণ হওয়া চাই। প্রথম, চরিত্রটির টাইপ ঠিক ক'রে নিয়ে তার যথাযথ প্রকাশ যদি না করা যায় তাহ'লে এ নাটক জমতে পারে না, আবার নিছক কৌতুকনাট্য করছি বলে যদি অভি-নেতারা বাড়াবাড়ি করেন, তাহ'লে সে আতিশয্য অতি চ্যাংড়ামিতে পরিণত

হবার সম্ভাবনা। অতএব যে-কোন সৌখিন সম্প্রদায় এই নাটকের উপযোগী লোক না পেলে যদি অভিনয় করেন তাহ'লে এ নাটক জমানো শক্ত।

অভিনয়ের সময় সর্বপ্রথম নজর দেওয়া উচিৎ মুখস্থের ওপর। তারপর বিশুদ্ধ উচ্চারণ ও তারপর অঙ্গভঙ্গী ও সর্বশেষে রঙ্গমঞ্চে যথাযথ নিজেদের স্থানে দাঁড়ানো, বসানো। অর্থাৎ রঙ্গমঞ্চে প্রত্যেক অভিনেতা যে ভাবে দাঁড়াবেন, বসবেন তাতে যেন সমগ্রভাবে এক একটা ছবি ফুটে ওঠে—হুড়োমুড়ি ক'রে সবাই একত্রে দাঁড়ালে কম্পোজিশন হয় না। পরিচালক মহাশয়ের সেই দিকে দৃষ্টি রাখা দরকার।

আবার ভূমিকা মুখস্থ আছে বলে হুড়্‌হুড় ক'রে বলে গেলেও চলবে না। প্রত্যেকটি কথার তাৎপর্য বুঝে, প্রত্যেক বাক্যে কোথায় জোর দিলে ঠিক ভাবটা প্রকাশিত হবে, সেইদিকেও খেয়াল রাখা চাই। তা না হলে ব্যঙ্গ-নাটকে (Satire) রস সঞ্চার অসম্ভব! অর্থাৎ ব্যঙ্গ-নাটকের প্রাণ হল টাইপ চরিত্রের যথাযথ সৃষ্টি। সেই চরিত্রগুলি যদি না সৃষ্ট হয় তাহ'লে উনপঞ্চাশ নম্বর মেস একেবারে উনপঞ্চাশী কারবার হয়ে যেতে পারে।

কলকাতার বহু সৌখিন সম্প্রদায় এই নাটকটি অভিনয় করেছেন—সবগুলি দেখার সুযোগ আমার হয়নি তার মধ্যে দু একটি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অভিনয় স্মরণ যোগ্য।

নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের সঙ্গে যাঁরাই অভিনয় করেছেন তাঁরাই সফলকাম হয়েছেন দেখেছি। অন্য সৌখিন সম্প্রদায়ের পক্ষেও সেই নিষ্ঠা থাকলে তাঁরাও নিশ্চয় সাফল্য লাভ করবেন বলে বিশ্বাস করি। এই ব্যঙ্গ-নাট্যের সুবিধে এই যে সাজ পোষাক ও দৃশ্যের কোন হাঙ্গামা নেই। অল্প কিছু সাজ পোষাক সংগ্রহ ক'রে ও পর্দা খাটিয়ে এ নাটক অভিনয় করা চলে। একটানা ভাবে অভিনয় করাই ভাল, শুধু মাঝে একটু বিরতির প্রয়োজন।

ইচ্ছা করলে নিজেদের খুসিমত যে কোন মাঝের দৃশ্য বাদ দিতেও পারেন কিন্তু তাতে সময় সংক্ষেপ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা।

কলকাতার রঙ্গমঞ্চে যে সমস্ত কৌতুকাভিনেতা এই নাটকে অংশ গ্রহণ করেছেন তাঁদের বিস্তৃত বিবরণ অপর পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হল।

২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৪
কলিকাতা

ইতি
গ্রন্থকার—

উৎসর্গ

বর্তমান বাংলার শ্রেষ্ঠ নাট্যকার

শ্রীশচীন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত

ভক্তিভাজনেষু—

ইতি

শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

চরিত্র পরিচয়

পরিচালনা—বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

চরিত্র		অভিনয়ে
অক্ষয় (জনৈক গোবেচারা ভদ্রলোক)	…	৺শৈলেন চৌধুরী হরিধন মুখোপাধ্যায় (পরে)
ম্যানেজার (মেসের তোখোড় ম্যানেজার)	…	তুলসী চক্রবর্ত্তী
গোবর্দ্ধন (ঐ বুদ্ধিমান ভৃত্য)	…	নবদ্বীপ হালদার মুরারি মুখোপাধ্যায় (বাণীবাবু)
চিদ্ ঘনানন্দ (জনৈক ধর্ম্মধ্বজী সন্ন্যাসী)	…	৺ইন্দু মুখোপাধ্যায়, রঞ্জিৎ রায়, শ্যামলাহা (হুয়া) ভানু রায়
প্রাণায়াম (ধর্ম্মমণ্ডলের সন্ন্যাসী)	…	
গঞ্জিকাসেবী (ঐ)	…	
বিশুদ্ধ বক্সী (কবি ও সাহিত্যিক)	…	অজিত চট্টোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়
চপলা (ঐ)	…	নৃপতি চট্টোপাধ্যায়
ফুলু মুখুজ্যে (ঐ)	…	কেষ্ট দাস
কেতন নন্দী (ঐ)	…	অমূল্য সান্যাল
মদন মিত্তির (ঐ)	…	অজিত চট্টোপাধ্যায়
জগন্নাথ (ফিল্ম্ ডাইরেক্টর)	…	শ্যামলাহা (হুয়া)
চণ্ডু চক্রবর্ত্তী (সিনেমার গল্প লেখক)	…	মনীন্দ্র চক্রবর্ত্তী (মিনে)
ত্রিলোচন (সিনেমার অভিনেতা)	…	জীবেন বসু
গুঁপো-কার্ত্তিক (সিনেমা ষ্টার)	…	মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়
চিণ্ময় হরিনারায়ণ মিত্র (উকীল)	…	পশুপতি কুণ্ডু
ধাক্কা হালদার (রিটায়ার্ড দারোগা)	…	শিবকালী চট্টোপাধ্যায়
হলধর (ভূতপূর্ব দেশসেবক)	…	ভানু রায় বাণী বাবু

বিজয় (চাঁদা আদায়ী ঐ)	...	অমল ভট্টাচার্য, পাপু মুখার্জি
কেষ্টধন পোদ্দার (মেসের ডাক্তার)	...	ডাঃ হরেন মুখার্জি কানু বন্দ্যোপাধ্যায়
রোগী (ব্ল্যাক্‌মার্কেটিয়ার)	...	আশু বোস
ওস্তাদী গায়ক (সঙ্গীতজ্ঞ)	...	অজিত চট্টোপাধ্যায়
আধুনিক গায়ক (ঐ)	...	শীতল বন্দ্যোপাধ্যায়
কথক নৃত্যবিদ্ (নাচিয়ে)	...	জহর রায়
বিরূপাক্ষ (পূর্ববঙ্গীয় বিপত্নীক ভদ্রলোক)		৺সত্য মুখোপাধ্যায়, তুলসী লাহিড়ী, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়
ক্ষেমঙ্করী (পাশের বাড়ীর ঝি)	...	উষাবতী (পটল) রাজলক্ষ্মী (বড়)

—প্রয়োজন—

সাজসজ্জা ভূমিকা উপযোগী—ম্যানেজারের কক্ষে টেবিল, দুখানি চেয়ার, খাতাপত্র, কনট্রাক্ট ফরম্, দোয়াত-কলম, খবরের কাগজ, টাকা, অক্ষয়ের গলায় চাদর।

ধর্ম্মমহলে—একটি ছোট্ট তক্তপোষ, পিদ্দিম-পিলসুজ, কমণ্ডলু, ত্রিশূল, কম্বল, টাকা, গাঁজার কলিকা, বাঘছালের আসন। নেপথ্যে—ঘণ্টা, কেনেস্তারা।

কবিমহলে—দু'একটি খাতাপত্র, খান তিন-চার চেয়ার।

মোলায়েম মজলিশে—ফুলের টব, দুখানি চেয়ার, মাটিতে ফরাশ, তাস, পয়সা, কনট্রাক্ট ফরম্, রসিদ, টাকার গেঁজে সমেত টাকা, কলম, খাঁড়া, কাঁসর।

পাঁচ মিশালী—ডাক্তারী সরঞ্জাম, এলার্ম ঘড়ি, স্টেথেস্‌কোপ, টেবিল, দুটি চেয়ার, ফরাশ, ব্যাগ, ফ্লিটের জলভরা পিচ্‌কারি বা বড় শিশি, রুমাল।

বাহিরে—চাঁদার বাক্স, গদা।

শ্রীতিমহলে—দুটি চেয়ার, পকেটের চিঠি, ঝাঁটা।

রাস্তা—নগদ টাকা, অক্ষয়ের চাদর, কমণ্ডলু, ত্রিশূল, চিম্‌টা।

উনপঞ্চাশ নম্বর মেস

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মেসের ম্যানেজারের কক্ষ

একটি টেবিল, চেয়ার ও ফাইলের গাদা রহিয়াছে।

[অক্ষয়বাবু দাঁড়াইয়া মেসের আইন কানুন, ভাড়ার রেট ইত্যাদি পড়িতেছিলেন এবং ম্যানেজার পাশে দাঁড়াইয়া সহাস্য মুখে তাহা দেখিতেছিলেন। ম্যানেজার অত্যন্ত তোখড় ধরণের লোক, চোখে মুখে কথা কহিতে থাকেন। অক্ষয়ের কাগজ পড়া শেষ হইলে তিনি উহা টেবিলে রাখিলেন। অক্ষয় একটু নিরীহ প্রকৃতির লোক।]

ম্যানেজার। সেসব কোন কিছু অসুবিধে আপনার হবে না অক্ষয়বাবু। বাড়িতে আপনি যে সুবিধে না পান, আমাদের এই ৪৯ নং মেসে দিন তিনেক থেকে দেখুন, মনে হবে যেন জমিদারী করতে করতে মহল তদারকে এসেছেন।

অক্ষয়। না না ম্যানেজারবাবু, সেসব অসুবিধের কথা ভাবছি না, আমি শুধু ভাবছি যে,—দেখুন, আমি একটু নির্জনতা প্রিয় লোক, নিজে একটু ধর্ম-টর্ম চর্চা করি, তাই—সকাল বিকেল অবশ্য অফিসটাতেই কেটে যাবে,—বেশি ডিস্টারবেন্স না হলেই আমি খুশি।

ম্যানে। ডিস্টারবেন্স। কি বলছেন? আপনার ধর্ম চর্চার সঙ্গী আপনি এখানে যা পাবেন, কলকাতার কোন

ধর্মশালায় তা খুঁজে পাবেন না—এ আমি জোর গলায় আপনাকে বলে দিতে পারি—হ্যাঁ :

অক্ষয়। এখানে সে রকম লোকও সব আছেন না'কি ?

ম্যানে। আছেন মানে? ঠাসা। পাটের গুদোমের মত একটা ঘরে সব ঠেসে রেখে দিয়েছি। বোমায়, দাঙ্গায় সব যদি মরে, তবু ও-ঘরের লোকগুলো বেঁচে থাকবে। আমি রীতিমত স্ট্রংরুমে সবাইকে পুরে রেখে দিয়েছি। (একগাল হাসিয়া) আমাদের আর কি আছে বলুন ধর্মটি ছাড়া? ওইটি যদি যায়, তাহ'লে তো ভারতবর্ষই গেল।

অক্ষয়। যাক, শুনে বড় খুশি হলুম ম্যানেজার মশাই।

ম্যানে। খুশির এখন কি হয়েছে অক্ষয়বাবু! এর পরে তিন দিন যাক, আপনি আর এ জায়গা ছাড়তে চাইবেন না। কৃচ্ছ্রসাধন করতে চান তার ব্যবস্থা আছে, সাহিত্যসাধন করতে চান তার আয়োজন প্রচুর, যেসব বই লাইব্রেরীতে আমরা রেখেছি, তার কপি আর অন্য কোথাও খুঁজে পাবেন না—দু-একখানা ব্রিটিশ মিউজিয়ামে ছিল, বোধহয় যুদ্ধের সময় সেসব উড়েপুড়ে গেছে।

অক্ষয়। বলেন কি ?

ম্যানে। বলি যা, তা ঠিক। আপনার যে ঘরে থাকবার ইচ্ছে আপনি থাকতে পারেন। জীবনে—ওই তো বললুম আপনাকে—ভুলতে পারবেন না মশাই, এই মেস নম্বর ফরটিনাইনকে। ধর্মচর্চা, সাহিত্যচর্চা, রাজনীতিচর্চা, শরীরচর্চা, মায় প্রেমচর্চা সমস্ত পাশাপাশি চলছে, অথচ

মনে করুন, কারুর সঙ্গে কারুর ক্ল্যাশ হচ্ছে না। শুরু হচ্ছে এক সঙ্গে, শেষ হচ্ছে এক টাইমে। শুধু চাকররা গিয়ে মাঝে মাঝে দরজায় শেকল দিয়ে আসে।

অক্ষয়। শেকল কেন ?

ম্যানে। ওটা ডিফেন্সের জন্যে করতে হয়েছে, কারণ মানুষের ভাবের আতিশয্য হলে মাঝে মাঝে সব ঘুলিয়ে যায় কিনা। এক ঘরের লোক আর এক ঘরে পট্ ক'রে চলে গেলেই বিপদ। দু-একবার তা হয়েছেও মশাই। একবার একটি ধর্মের লোক সাহিত্যের ঘরে ঢুকে পড়লেন, ওঃ, সে এক বিপদ। আজকালকার সাহিত্য, সে ধর্মকে মানবে কেন ? সে যাচ্ছেতাই ক'রে বকে যাচ্ছে, সেখানে গিয়ে ঢুকলেন দাড়িওলা ধর্ম—যখন বেরিয়ে এলেন, দেখলুম কোন রকমে ভদ্রলোকের গোঁফটা বেঁচেছে, দাড়ির একগাছিও নেই। সেই থেকে দরজা বন্ধ করার নিয়ম হল, ভাল করেছি কিনা বলুন ?

অক্ষয়। নিশ্চয়। গোলমালটা না হওয়াই বাঞ্ছনীয় বই কি।

ম্যানে। যাক, তাহ'লে ছ'মাসের ভাড়াটা—(কাগজ লইয়া হিসাব করিতে করিতে) আপনার হল একুশ টাকা ক'রে একশো ছাব্বিশ, আর ধরুন ভর্তি হওয়ার দরুণ পনরো—একশো একচল্লিশ, তিন টাকা বাথরুম রিজার্ভের আর ছ'টাকা স্ট্রংরুমে আপনার জিনিসপত্র রাখার ভাড়া। মোট দেড়শো টাকা দিয়ে দিন, তারপর চেপে বসুন। মনে হবে রাজার গদিতে উঠে বসে আছেন।

অক্ষয়। দেখুন, বাথরুমের জন্যে আবার আলাদা ভাড়া ধরছেন, এটা কি রকম ?

ম্যানে। মশাই, বাথরুমের ভাড়া না দিলে আপনার বিপদই যে সবচেয়ে বেশি। খালি পাবেন কি ক'রে ? এক একজন ঘরে ঢুকলে আর বেরুতে চান ? তিনজন ধার্মিক ঢুকলে জটা ভিজতেই তো লাগবে দু'ঘণ্টা, তারপর স্নান, তাবপর গা-মোছা, চৌবাচ্চায় অবগাহন, পূজো আহ্নিক ইত্যাদি—হয়ে গেল আপনার অফিস যাওয়া !

অক্ষয়। তা আর দু'চারটে তো বাড়াতে পারেন ?

ম্যানে। যখন আধ ডজনে পারিনি, তখন পুরো এক ডজন করলেও পারব না। বাঙালী কলঘরে ঢুকলে, মদ খেতে শিখলে, আর লোকের পেছনে লাগতে পেলে অভ্যেস ছাড়তে পারে না। এ যা বলে দিলুম লাখ কথার এক কথা—হ্যাঁ।

অক্ষয়। রিজার্ভ করলে কি আমি কোন স্পেশাল সুবিধে পাব ?

ম্যানে। আলবৎ, আপনি আগে বেরিয়ে এলে তবে এঁরা ঘরে ঢুকতে পাবেন।

অক্ষয়। তা ওঁদেরও তো কাজ থাকতে পারে ?

ম্যানে। কাজ কচু। বাড়ির সবাইকে—বিদেশে পাঠিয়ে দিয়ে এসে এখন সব ধর্ম নিয়ে পড়েছে।

অক্ষয়। তবে এই যে বললেন বহু ভাল ভাল লোক এখানে—

ম্যানে। আহা ! আপনি কথাটা বুঝছেন না। ধার্মিকেরও তো শ্রেণী আছে ? আমার এখানে বকধার্মিকদের

জন্যেও তো ব্যবস্থা রাখতে হয়েছে ? (সহাস্যে) পাঁচ রকম না রাখলে খদ্দের আসবে কেন ? উপরন্তু মনে করুন এ বাড়ি মন্ত্রপূত করা—

অক্ষয়। কি রকম ?

ম্যানে। যতই বিপদ আসুক না কেন—রাষ্ট্রবিপ্লব, দাঙ্গা, অগ্নিকাণ্ড, এটমবম্, যা কিছু হক, এ বাড়ির কিছু হবে না। যদিও বা মন্ত্র কেউ কাটায়, তাহ'লে অপর ঘর উড়তে পারে, কিন্তু ধর্মের ঘর ঠিক থাকবে। আধ্যাত্মিক, জাগতিক, সান্নিপাতিক সব রকমের প্রিকশান নিয়েছি মশাই। এতেও যদি মারা যান তাহ'লে আপনার নামে যম ঠিক দিয়ে রেখেছেন বুঝতে হবে।

অক্ষয়। বোধ হয় এইসব করার জন্যেই এই মেসটায় এত ভিড় !

ম্যানে। ভিড় মানে ! বায়স্কোপের নতুন ছবির ম্যাটিনী শো-তেও এত ভিড় হয় না, ফুটবলের মাঠেও এত ভিড় জমে না—একদিন তো ভিড় সরাবার জন্যে কাঁদুনে গ্যাস ব্যবহার করতে হল। তাইতো বলছি, আর দেরি করবেন না—এইবেলা ফর্মে সই ক'রে দিন।

অক্ষয়। দিন, যখন থাকতেই হবে, তখন ভাল জায়গায় থাকাই ভাল, বাড়ির সব বিদেশে, এখানকার বাড়িও ছেড়ে দিয়েছি, সেই জন্যে আমার মনে হয়, আমার পক্ষে বোধহয় এই মেসটাই সুবিধের হবে। (অক্ষয়বাবু চেয়ারে বসিলেন)

ম্যানে। সে আর বলতে ? নিন মশাই, সই করুন।

অক্ষয় বাবু একটি চুক্তিতে সই করিলেন

(সহাস্যে) থ্যাঙ্ক্ ইউ। টাকা ?

অক্ষয়। এই যে। (অক্ষয়বাবু পকেট হইতে একটি থলি বাহির করিয়া টাকা দিলেন)

ম্যানে। মেনি থ্যাঙ্কস্। আজ থেকেই তাহ'লে—

অক্ষয়। হ্যাঁ, আজ থেকেই।

ম্যানে। (ম্যানেজার দাঁড়াইয়া উঠিয়া) গোবর্দ্ধন। ওরে গোবর্দ্ধন, (গোবর্দ্ধন 'যাই' বলিয়া কাছে আসিয়া হাজির হইল) বাবুকে নিয়ে যা—একতলা ৪৫ নম্বর ঘর—ধর্মমহল।

গোবর। জটিবাবার কাছে ?

ম্যানে। হ্যাঁ—

(অক্ষয়ের প্রতি) এই যে এর সঙ্গে যান, সব ব্যবস্থা ক'রে দেবে। আর আপনার জিনিসপত্তর সব ঠিক জায়গায় থাকবে আমাদের ভাঁড়ারে, কিছু ভয় নাই। শুধু দরকারীগুলো পাঠিয়ে দোব'খন।

অক্ষয়। আচ্ছা চলি। (গোবর্দ্ধনের পিছনে পিছনে অক্ষয় চলিলেন),

দ্বিতীয় দৃশ্য

[একটি অন্ধকার কক্ষ। একটি তক্তপোষের উপরে একজন জটাধারী নাক টিপিয়া বসিয়া আছে। আর একজন বুঁদ হইয়া ধ্যান করিতেছে। স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দ মেঝেতে কম্বল মুড়ি দিয়া শুইয়া আছেন। দূরে একটি মাটীর প্রদীপ পিলসুজের উপর জ্বলিতেছে।]

গোবর। (নেপথ্যে) বাবু, এই ঘরে চলে যান। দরকার হলে টোকা দেবেন, আমি শেকল খুলে দোব।

অক্ষয়। (অক্ষয় ও গোবর্দ্ধন ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন) ওহে, এযে বড় অন্ধকার।

গোবর। পিদ্দিম আছে। এখনই আলোথেকে এলেন কিনা, সেইজন্যে ঝাপ্সা দেখছেন। ও সয়ে যাবে। আমি বাবু, দরজা বন্ধ ক'রে দিই। (প্রস্থানোদ্যত)

অক্ষয়। ওহে খাব কি ?

গোব। (গোবর্দ্ধন তৎক্ষণে দরজার কাছে চলিয়া গিয়া বলিল) সে ফোঁকর দিয়ে দিয়ে যাব'খন। আপনি কোণের তক্তপোশে এখন শুয়ে পড়ুন। (প্রস্থান)

[অক্ষয় পা টানিয়া টানিয়া বসিবার মত একটা জায়গা খুঁজিতে ছিলেন, হঠাৎ একজন গুটান কম্বল হইতে মুখ বাহির করিয়া-কাপালিকের ভঙ্গীতে বলিয়া উঠিল].

চিদ্। কস্তং—(অক্ষয় চমকিয়া উঠিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন) সাড়া দিচ্ছনা যে, কে তুমি ?

অক্ষয়। আজ্ঞে, আমি একজন নতুন লোক, আজকে এখানে এসেছি।

চিদ্। নাম ?

অক্ষয়। শ্রীঅক্ষয় কুমার হালদার। (সন্ন্যাসী কম্বলের উপর বসিলেন)

চিদ্। (ধমক দিয়া) সব খুইয়েছ বুঝি ? পাড়াগাঁ থেকে আসছ তো ?

অক্ষয়। আজ্ঞে না, আমি কলকাতার লোক।

চিদ্। (উচ্চৈঃস্বরে) কভি নেই। কলকাতার লোক এতবড় আহাম্মক হতে পারে না।

অক্ষয়। কি বলছেন মশাই ?

চিদ্। (ব্যঙ্গভবে) বল্‌ছি খাঁটি কথা। এখানে আসার চেয়ে আর কোথাও চট্‌ ক'রে মরতে পারতে। এখানে যে হাঁপিয়ে মরবে।

অক্ষয়। আপনি এসব কি বলছেন মশাই ?

চিদ্। (সচিৎকারে) তোমায় এখানে আসতে কে পরামর্শ দিলে ? (চিদ্‌ঘনানন্দ দাঁড়াইলেন)

অক্ষয়। (অত্যন্ত অপ্রস্তুত ভাবে) আজ্ঞে, আমার এক বিশেষ বন্ধু বললে যে, এটা খুব ভাল জায়গা। বাড়ির সবাইকে পাঠিয়ে দিয়েছি বিদেশে, তাই সে আমায় বললে, সস্তায় ভাল জায়গা এই ৪৯নং মেস—এখানে যাও, তাছাড়া ম্যানেজার মশাই বললেন যে, এখানে বেশ ভালভাবে থাকা যাবে, কিন্তু যা দেখছি—

চিদ্। (হাসিয়া) সবই মায়া না ? আরে বাপু, মায়াময় জগৎ—একথা বোঝাই কাকে ? আজ সাতদিন ধরে একটা লোক পাচ্ছনা যাকে দুটো কথা বলি। ঐ দেখনা দুটি প্রাণী তক্তপোষে বসে আছেন, সাড়া নেই। একজন করছেন ধ্যান, একজন গাঁজা খেয়ে বুঁদ হয়ে ঐ কোণে বসে আছেন, আর আমি চিদ্‌ঘনানন্দ একবার চিৎপাৎ হয়ে শুচ্ছি আর ইয়া বড় বড় ছারপোকার কামড়ে উঠে উঠে বসছি।

অক্ষয়। (সভয়ে) এখানে আবার ছারপোকা আছে নাকি ?

চিদ্। (মুখ ভেঙাইয়া) একবারটি শুয়ে দেখনা। (উচ্চকণ্ঠে যার নির্বিকল্প সমাধির অবস্থা তাকেও জব্দ ক'রে রাখে।

সময় সময় সেগুলো ছারপোকা কি আরসোলা বোঝা যায় না, এমনই বড়। এক প্রাণায়াম ছাড়া আমাদের সব কটাকে তক্তপোশ থেকে নিচে নামিয়েছে কিন্তু তাতেই কি নিস্তার আছে হে, কম্বলের ফাঁকে ফাঁকে ঢুকে ঠিক চার্জ ক'রে যাচ্ছে।

অক্ষয়। তা আপনি এখানে কি ক'রে এলেন ?

চিদ্। কি ক'রে এলুম ? ম্যানেজার ব্যাটাকে জিজ্ঞেস কর আমি যা কিছু শিষ্যদের কাছে আদায় করেছিলুম ঐ ব্যাটাই ধাপ্পা দিয়ে খেলে।

অক্ষয়। সে কি ?

চিদ্। আর সেকি। যা বলছি আগে শোন, বস। (উভয়ে বসিল) গোটা পঞ্চাশ টাকা ব্যাটার হাতে দিয়ে বললুম—বাবা, আমি সন্ন্যাসী মানুষ, আজকাল নির্জনে একটু জপতপ করতে পারছিনা, তুমি যদি ব্যবস্থা ক'রে দাও আর দুবেলা খাবারের বন্দোবস্ত ক'রে দাও, তাহ'লে আমি দিনকতক এখানে থেকে যাই। দেখ, ব্যাটা কোথায় পুরেছে আমায়, এখন প্রাণ যায়।

অক্ষয়। তা চ'লে যাচ্ছেন না কেন ?

চিদ্। (ক্ষেপিয়া গিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন) কোন চুলোয় যাব বলতে পার ? চতুর্দিকে অন্ধকার, চোর, ডাকাত, বোমা —এসময় যাই কোথা ? অতএব ব্যোম্ ব্যোম্ ক'রে এখানেই বসে আছি। (অক্ষয় উঠিলেন)

অক্ষয়। তাহ'লে আর ম্যানেজারের দোষ দিচ্ছেন কেন ?

চিদ্। দোষ দেবনা, বল কি ? আমার থাকবার কথা ৩৫নং ঘরে, আমায় কিনা ব্যাটা ৪৫নং-এ পুরে দিলে! এটা তো কৃচ্ছ্রসাধনের মহল, কিন্তু আমি তো যাব ধর্ম মহলে।

অক্ষয়। (সভয়ে) সে কি ? এটা কৃচ্ছ্র-সাধন মহল নাকি ?

চিদ্। এই মরেছে। তোমাকেও ফাঁদে ফেলেছে তাহ'লে ?

অক্ষয়। ফাঁদে ফেলবে কি মশাই ? আমি এখুনি একবার ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করব। (গমনোদ্যত)

চিদ্। দেখা করলেও কিছু ফল হবে না—এক্ষুনি টাকা চেয়ে বসবে। তাছাড়া আজ রাত্রিবে কোন উপায় নেই—হয় ছারপোকার কামড় খাও, নয় গাঁজায় দম দিয়ে ছুটো দেশের কথা বল শুনি। (ঘুলঘুলি দিয়া গোবর্দ্ধন অক্ষয়ের খাবার রাখিবার সময় বলিল, "অক্ষয় বাবুর খাবার") ঐ নাও ঘুলঘুলি দিয়ে তোমার খাবার দিয়ে গেল, নিয়ে এসে খাও।

অক্ষয়। পড়ে মরুকগে খাবার। আপনি তো আমায় বড় ভাবিয়ে দিলেন মশাই, আমি কি একটা জোচ্চরের পাল্লায় পড়লুম নাকি ?

চিদ্ (সহাস্যে) সন্দেহের কিছু নেই, তবে সান্ত্বনার কথা হচ্ছে এই যে, এ সংসারে কে জোচ্চর নয় ভাই ? তুমি আমি সকলে। * (তুমি কলকাতার খরচ কমাবার জন্যে বাসা তুলেছ, কিন্তু যাদের বাড়ী আছে তারা দু'গুণো রোজগার

---

* অভিনয়ের সময় তরকা চিহ্নিত অংশগুলি ইচ্ছা করিলে বাদ দিতে পারা যায়।

ক'রে নিচ্ছে, তোমারই ঘাড়ে ভব ক'রে। তুমি পুত্র-পরিবারকে দূরে পাঠিয়ে হাল্‌কা থাকবার মতলবে আছ, তোমার ঘাড়ে এই মেস চেপে বসেছে। তোমার মনের মধ্যে যে জোচ্চুরী তা ফাঁস হয়ে যাচ্ছে। এই ফাঁসই তো মায়া, সেই মায়াতীত ব্রহ্ম ছাড়া তোমার তো মুক্তি নেই দাদা।) তুমি অবিরত দুঃখের লাঘব করতে চাও, কিন্তু দুঃখ তোমাকে ল্যাং মেরে ফেলে দেবে প্রতিপদে। পৃথিবীতে প্রতিনিয়ত এই সুখ-দুঃখের কিত্‌কিত্‌ খেলা চলছেই।

অক্ষয়। আবে থামুন মশাই, ওসব আব ভাল লাগছেনা।

চিদ্‌। রাগ করছ? আমি সন্ন্যাসী, আমার ওপর রাগ ক'রে কোন ফল নেই বৎস। মান-অপমান আমার সমান, তা না হ'লে কোন ভদ্রলোক এই গোয়ালঘরের অধম জায়গায় থাকে? তাছাড়া সবই তো আমি ত্যাগ করেছি ভাই, এখন শরীরটাকে ত্যাগ করলেই হয়, তবে মনে হচ্ছে, আর মাসখানেক এই মেসে থাকলে তা হতে আর বেশি দেরি হবে না।

অক্ষয়। যাক্‌ মশাই, আমাব আর আপনার সঙ্গে বকতে ভাল লাগছে না, আপনি বলছেন এক, আর দুঃখ করছেন অন্য। কি রকম সন্ন্যাসী আমি বুঝিনা।

চিদ্‌। শহরের সন্ন্যাসীদের বোঝবার চেষ্টা করোনা বাবা। আমরা যোগীও বটে, আবার ভোগীও সত্য—ভোগ কমলেই রোগীদের পর্য্যায়ে পড়ি। আমাদের কাজ

গৃহীদের ঘাড় ভেঙে ভাল ক'রে থাকা। তাতে অসুবিধে ঘটলেই তোমাদের চেয়ে বেশি মেজাজ খারাপ হয়।

অক্ষয়। নিজের মত সবাইকে মনে করেন কেন মশাই?

চিদ্। (সহাস্যে) বাবা অক্ষয়, আমি অনেকদিন এ-লাইনে আছি বাবা, এর কায়দা কানুন সব জানা আছে। অধিকাংশ এই; ব্যতিক্রম যে ক'জনা, তা ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। সন্ন্যাসী হয়েছি কেন জান? যা কিছু পুঁজি-পাটা ছিল, গুরুদেবের উদরে সমর্পণ ক'রে মাত্র কৌপিনটি সার ক'রে বসে আছি। তাঁর ভাগ্য ভাল ছিল, আমার মত কয়েকটি শাঁসালো শিষ্য পেয়েছিলেন, কিন্তু আমি যে-কটি পেলাম, সে ক'টি স্রেফ আঁটি। (চটিয়া) তারা ধর্মতেও কনসেশন চায়। বুড়ো বুড়ো মদ্দ হাফ-টিকিটে স্বর্গে যাবার মতলব ক'রে বসে আছে, আমিও তেমনি ব্যবস্থা দিচ্ছি। ধর্ম অত সোজায় পাওয়া যায় না বাবাজী।

অক্ষয়। কিছু মনে করবেন না চিত্পাতানন্দস্বামী, আপনি—

চিদ্। ভুল হচ্ছে বাবাজী। আমি চিতপাত নই, চিদ্ঘন।

অক্ষয়। ঐ হল ঘনত্বধানন্দ স্বামী—

চিদ। (উচ্চৈঃস্বরে) চিদ্ঘন।

অক্ষয়। হ্যাঁ, চিদ্ঘনান্দস্বামী, আমি একজন ধর্মপিপাসু, কিন্তু আপনার মত বোগাস্ সাধু আমি দেখিনি।

চিদ্। (একগাল হাসিয়া) আমার আর কতটুকু দেখেছ বাপু? আমি জানি, আমি খাঁটি কথা বলি বলে আমার স্থান হয় রাঁচীতে নয় এই ৪৯ নং মেসে। কিন্তু তোমরা কি?

তুমি ধর্ম করতে বেরিয়েছ কি হিসেবে শুনি? বিয়ে করেছ?

অক্ষয়। না।

চিদ্। কারণ?

অক্ষয়। বিবাহে বহু বাধা, জোর ক'রে ঘাড়ে ঝঞ্ঝাট নেওয়া।

চিদ্। ও, ঝঞ্ঝাট এড়াবার জন্যেই বিবাহ করনি? সংসারে তবে আছ কেন? দার্জিলিং পেরিয়ে চলে গেলে না কেন সিধে? নিশ্চয় নানারকম হাঙ্গামার ভয়ে? ধর্মকে পেতে চাও ফাঁকি দিয়ে? ইয়াকি? প্রাণের ভয়টা আছে ষোল আনা, নিজের দেহের ভোগ প্রবৃত্তি আঠারো আনা, তবু চাও ধর্ম করতে? তুমি স্লিট ট্রেঞ্চে ঢুকেও মরবে।

অক্ষয়। সে কি?

চিদ্। হ্যাঁ, এতে আর সন্দেহ নেই। পৃথিবীতে এত ধ্বংস হচ্ছে কেন জান?

অক্ষয়। কেন বলুন তো?

চিদ্। সব ধর্মের ঘরে ফাঁকি মারবার চেষ্টা করেছিল বলে। আমরা ধর্ম করি তখন, যখন জীবনের সব চান্স্ নষ্ট হয়ে যায়, দুঃখের সাবমেরিন যখন জীবন-জাহাজকে কাত ক'রে ফেলে, তখন আমরা ধর্মের লাইফ্-বোটে উঠে নিজেদের বাঁচাতে চাই। যদি ধর্ম চাও আমার কাছ থেকে দীক্ষা নাও। আমি দুনিয়ার অনেক কিছু দেখেছি, আমি তোমায় আলো দেখাব, তুমি খুসী হবে।

অক্ষয়। জীবনটাকে আপনি সত্যি দেখেছেন বুঝচি। সত্যি আপনি আমাকে আলো দেখাতে পারবেন ?

চিদ। নির্ঘাত। আগে কিছু বার কর দেখি বাবা, খুচরো কিছু আছে ?

অক্ষয়। আজ্ঞে হ্যাঁ—আছে।

চিদ্। কত ?

অক্ষয়। গোটা পাঁচেক। (মনিব্যাগ বাহির ক'রলেন ও টাকা দিলেন)

চিদ্। ওতেই আপাতত চলবে। দাও। (অক্ষয় টাকা দিলেন) ঠিক হ্যায়। শোন আমি যা বলি, জীবনটাকে আগে দেখে এস, নিজে বোঝ, ধর্মের জন্যে কতখানি সত্যিকারের আবেগ জেগেছে মনের মধ্যে, তারপর আমি দীক্ষা দোব।

অক্ষয়। জীবনকে কোথায় দেখব ?

চিদ্। বেশি দূর যেতে হবে না। আপাতত এই ধর্মগুহার বাইরেটা গিয়ে চুপাক মেরে এস, আগে ধর্ম কোন ধাতু থেকে হয়েছে জেনে এস। ৪৬নং ঘরে বড় বড় সব আধুনিক সাহিত্যিক আছেন, ওঁদের কাছে জিজ্ঞেস ক'রে এস, জিনিস পাবে।

অক্ষয়। কি ক'রে বেরুব ?

চিদ। কাল সকালেই বেরিয়ে পড়ো, যখন দরজা খুলে দেবে। আর এ ঘরে চট্ ক'রে ঢুকো না। ম্যানেজারকে বলে সাহিত্যিক মহলে জায়গা ক'রে নেবে। আপাতত খেয়ে শুয়ে পড়ো।

[চিদ্‌ঘনানন্দ পুনর্বার কম্বলে দেহ ঢাকিলেন। অক্ষয় তক্তপোশের উপর একটু বসিয়াই, 'উঃ আঃ' করিতে করিতে উঠিয়া পায়চারি শুরু করিলেন।]

অক্ষয়। বোধ হয় ঘুম হবে না, কারণ এ তক্তপোশে বড্ড বেশি ছারপোকা, আমি বসতেই পারছিনা।

চিদ্। (বসিয়া) ছারপোকার কামড় সহ্য করতে পার না ছোকরা, তাহ'লেই ধর্ম করেছ। আমি নিজের দেহটিতে রক্ত চলাচল করবার জন্যে খাবার খাই, আর ওদের রক্ত খাওয়াবার জন্যে রোজ পোয়াটাক ক'রে আমায় অতিরিক্ত রাবড়ি খেতে হয়। আমার টাকা কম বলে ব্যাটা ম্যানেজার আমায় এই কৃচ্ছ্র-সাধন ঘরে পুরে দিয়েছে। তবে মাঝে মাঝে তোমাদের মতো দু-একটা লোককে পুরে দেয়, এই যা রক্ষে—দু-এক পয়সা যা পাই, তাতে বাজে খরচগুলো চলে যায়। নাও, খেয়ে শুয়ে পড়ো। ঘুম না হয় "তমসো মা জ্যোতির্গময়" জপ করতে থাক, ঘুম আসবে। যাক্—অনেক বকেছি, কাল আবার এর জন্যে বোধ হয় আধপোয়াটাক রাবড়ি যাবে।

(শুইয়া পড়িয়া মাথা পর্যন্ত কম্বল মুড়ি দিলেন। অক্ষয় মেঝেতেই বসিয়া রহিলেন। অন্ধকার হইয়া আসিল। পরে বাহির হইতে একটু একটু ভোরের আলো দেখা দিল। সকাল ৯টার বেল বাজার শব্দ হইল। গোবর্দ্ধন নেপথ্য হইতে চিৎকার করিল।)

গোব। বাবু বেরিয়ে আসুন, ভোর হয়েছে।

(অক্ষয়বাবু দৌড়াইয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন)

তৃতীয় দৃশ্য

বাহিরের পথ

ম্যানে। (সহাস্যে) কি রকম স্যার ? কোন কষ্ট হয়নি ? আপনি যা চেয়েছেন, পাচ্ছেন কিনা !

অক্ষয়। পেয়েছি। খুব বড় জিনিসই মশাই, কিন্তু আপনি তক্তপোশে যা জমিয়ে রেখেছেন, ওঃ ! এক্‌জিমা না হলে বাঁচি।

ম্যানে। হেঃ হেঃ হেঃ, ছারপোকার কথা বলছেন ? আচ্ছা, ও বেচারারা যায় কোথায় বলুন তো ? আপনাদের পাঁচজনের খেয়েই তো ওদের থাকতে হবে ? তা ছাড়া মেরে ফেলতুম, কিন্তু ধর্মের স্থানে হত্যা কাজটা খারাপ হয়। উপরন্তু কীট-পতঙ্গ-দুঃখ-নিবারণী সমিতির প্রেসিডেন্ট—মিঃ কানকাটারাম মিচির মশাই এর জন্যে প্রতি মাসে আমাদের মোটা রকম চাঁদা দিচ্ছেন। আমরা তাহ'লে কি করতে পারি বলুন ?

অক্ষয়। যাক, সে সব হিসেবে আমার দরকার নেই। আমায় আপনি একটু ভাল ঘর দেখে দিন।

ম্যানে। নিশ্চয় দোব। আপনি ধর্মচর্চার জন্যে একটু ভাল দেখে ঘর চেয়েছিলেন, তাই আমি ঐটির ব্যবস্থা করেছিলুম। কোথায় যেতে চান বলুন ? কেরানী মহল —আর্টিস্ট মহল—সাহিত্য মহল—সবইতো রয়েছে।

অক্ষয়। আমায় সাহিত্য মহলেই দিন।

ম্যানে। ভেরি গুড্। গোবর্দ্ধন ৪৬নং সাহিত্য মহলেই বাবুকে ঠেল।

গোব। যে আজ্ঞে। (প্রস্থান)

ম্যানে। যান আপাতত কলে। (উচ্চৈঃস্বরে) গোবর্দ্ধন, অক্ষয় বাবুর কলঘর।

গোব। (নেপথ্য হইতে) কল ঘরে যে লোক রয়েছেন।

ম্যানে। (চটিয়া গিয়া চিৎকার করিতে করিতে) লোক রয়েছেন মানে? ৪নং কলঘর অক্ষয়বাবুর জন্যে রিজার্ভ করা, সেখানে আবার কে ঢুকলো?

গোব। (নেপথ্য হইতে) আজ্ঞে পাকড়াশী বাবু।

ম্যানে। (রাগতঃ স্বরে) তুই আল্‌সে দিয়ে ঘরে ঢুকে যে অবস্থায় বাবু আছে, সেই অবস্থায় ধরে বার ক'রে দে।

গোব। যে আজ্ঞে।

অক্ষয়। (সঙ্কুচিত ভাবে) না না থাক, আমি না হয় একটু পরে—

ম্যানে। (উচ্চৈঃস্বরে) তবে থাক। ততক্ষণ ক্যানেস্তারা বাজিয়ে ওয়ার্নিং দে, তাহ'লে আপনি বেরিয়ে আসবে। চলুন, ততক্ষণ আমার ঘরে একটু চা-টা খাবেন, তারপর আপনাকে আমি সাহিত্য মহলে নিয়ে যাব। (ক্যানেস্তারা বাজিল)

অক্ষয়। চলুন। [ম্যানেজারের সহিত অক্ষয়বাবুর প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য

সাহিত্য মহল

[একটি ড্রইংরুম। কতকগুলি ভাঙা চেয়ার—ইতঃস্তত রহিয়াছে। কয়েকজন বিচিত্র ধরণে কবি কবি সাজ করিয়া এই সব চেয়ারে খাতা হাতে বসিয়া আছেন। কেহ বাহিরের দিকে উদাস ভাবে চাহিয়া, কেহ লেখায় মগ্ন, কেহ পাঠরত। ঘরে আছেন কবি বিশুষ্ক বক্সী, কেতন নন্দী, ফুলু চাটুজ্যে, চপলা ঘোষ, মদন মিত্তির। ম্যানেজার অক্ষয়বাবুকে লইয়া প্রবেশ করিতেই সকলে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে দাঁড়াইল—শুধু চপলা ঘোষ জানালার ধারে বাহিরের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। অক্ষয়বাবু…… শুধু পরিচয় করাইবার সময় নাম ধরিতে সকলেই নানারকম ভঙ্গীতে নমস্কার করিয়া সহাস্য বদনে নমস্কার জানাইল]

ম্যানে। মশাই, এঁরই কথা আপনাদের বলছিলুম। অক্ষয়বাবু—বড় ভাল লোক, আপনাদের ভয়ানক ভক্ত। আপনাদের ঘরেই থাকবেন—আলাপ পরিচয় ক'রে নেবেন। আমি একটু শুধু এঁদের পরিচয় দিয়ে যাই—এঁর নাম বিশুষ্ক বক্সী, ইনি কেতন নন্দী, ফুলু চাটুজ্জে, চপলা ঘোষ, মদন মিত্তির—এঁরা সব একালের দিগ্বিজয়ী সাহিত্যিক, মস্ত বড় বড় পণ্ডিত—বাংলা দেশের অর্দ্ধেক কলেজের অধ্যাপক এঁরা, কলেজ বন্ধ হওয়াতে সব এখানেই এসেছেন, নিন, সব আলাপ-সালাপ করুন, আমি চলি। শেকল দিয়ে যাচ্ছি তাহ'লে।

[অক্ষয়বাবু একটি চেয়ারে বসিতে যাইবেন এমন সময় বিশুঙ্ক হস্ত প্রসারিত করিয়া অক্ষয়বাবুর কাছে আসিয়া বলিল]

এসহে অতিথি মোদের গৃহেতে
তোমারে বরণ করি। নেবুলার মত
জ্যোতিষ্ক পথে ঘুরিতে ঘুরিতে তুমি
বোমার মতই ব্যোমপথ বেয়ে,
বোঁ বোঁ ক'রে পাক খেয়ে
হঠাৎ যখন এসেছো মোদের ঘরে,
চুম্বনে তবে রাঙা ক'রে দেব গাল।

[অক্ষয়বাবুকে বিশুঙ্ক জড়াইয়া ধরিল। অক্ষয়বাবু চটিয়া তাহাকে সরাইয়া দিয়া কহিলেন]

অক্ষয়। ধ্যেৎ! আরে মশাই ছাড়ুন। ওকি ?

বিশু। রাগ করছেন সার। আমাদের আধুনিক সাহিত্যিকদের রীতি সম্ভাষণ করার যা, তা পাবেন না কোথাও। কাননে কান্তারে, বস্তিতে, বেণুবনে, ম্যালেরিয়া বিধ্বস্ত কচুরি পানার ঝাড়ে, ব্রতচারী নৃত্যে, বসন্তের বিকশিত বিকচ পুলিনে।

[হঠাৎ চপলা তড়াক করিয়া উঠিয়া অক্ষয়বাবুর কাছে আসিয়া বলিল]

চপলা। আগন্তুক—আনন্দ—চেয়ার—বসা। [বলার পর ঐ ভাবেই আবার গিয়া নিজের আসনে বসিল]

অক্ষয়। (সবিস্ময়ে) আপনারা কি বলছেন, এর তো মানে বুঝতে পারছি না।

বিশু। পারবেন তবু আমাদের বুঝতে মানে, কিন্তু পারবেন

না ওঁর, ভাব বিরাট, প্রচ্ছন্ন, সাহিত্যের অনাগত যুগের স্টাইল আমদানি করছেন উনি।

অক্ষয়। উনি টেলিগ্রাফিক ভাষায় কথা কন নাকি?

বিশু। মাথা আপনার। বুদ্ধি থাকলে বুঝতেন, উনি আপনাকে দেখে প্রকাশ ক'রে আনন্দ, বসতে বললেন চেয়ারে আপনাকে। বসুন।

(অক্ষয়বাবু হতভম্বের মত বসিলেন)

অক্ষয়। কিন্তু এরকম কথাবার্তা বেশীক্ষণ চালালে আমি তো পেরে উঠবো না সার, যদি বুঝতেই না পারলুম—

[নিজের চেয়ার হইতে উঠিয়া অক্ষয়ের কাছে আসিয়া মদন কহিল]

মদন। অধিশ্রয়নের তরে অভাগী অজিনী
এনে দিতে পারে উপস্কর, কিন্তু যদি অশনয়া
না থাকে কাহারও, ব্যর্থ হয় সব আয়োজন।
ভাবার পাকাল্যা ব্যর্থ, বাঙলা সাহিত্য
যদি তাহা পড়া হয়, অনড্বান বর্বরের পাশে।*

[স্বস্থানে বসিল]

অক্ষয়। বাপ্, এযে সব গুলিয়ে গেল। এ সবের মানে কি?

ফুলু। (ফুলু আগাইয়া আসিয়া বলিল) মানেই বুঝবেন যদি তাহ'লে এসেছেন কেন সাহিত্যিক ঘরের আধুনিক দরজায়? যান না কেন ফিরে বঙ্কিমের সীতার বনবাসে.

---

* অধিশ্রয়ন = রান্না ; অজিনী = রাঁধুনি ; উপস্কর = জিনিসপত্র
অশনয়া = ক্ষুধা , পাকাল্যা = জোর (Force) ; অনড্বান = ষাঁড়

বিদ্যাসাগরের ব্রজাঙ্গনা কাব্যে, রবীন্দ্রনাথের মন ভোলানো ভেদভেদে মধ্যে কবিতার।

(স্বস্থানে গিয়া বসিল)

অক্ষয়। কি সর্বনাশ আপনারা সাহিত্যিক হয়ে সাহিত্যের যা পরিচয় দিচ্ছেন, তাতে তো তাজ্জব হয়ে যাচ্ছি মশাই। তারপর এ কী কথাবার্তা বলছেন, তাও তো বুঝছিনা।

কেতন। (দাঁড়াইয়া উঠিয়া বসিল) বুঝবেন কি ক'রে, পড়েন অতি আধুনিকতম সাহিত্যিকদের লেখা ?

অক্ষয়। পড়তুম, মানে না বুঝতে পেরে ছেড়ে দিয়েছি।

কেতন। না পারবেন বুঝতে জীবনে আমাদের লেখা, না যদি থাকে মনে দরদ, না সহানুভূতি থাকে যদি সবুজের কচি ডাঁটাগুলির ওপর।

অক্ষয়। সহানুভূতি করি কি ক'রে যদি বুঝতেই না পারি। আপনারা ভাষার আইনটা মানুন।

কেতন। আমরা মানি না কোন আইন ব্যাকরণের, মানি না ভাষার, আমাদের গোমুখী থেকে নিঃসৃত হয় যে ভাষা, সেই ভাষা তৈরী করে তার আইন, নিজের পথ চলার জন্যে কেটে কেটে।

(কেতন স্বস্থানে বসিল)

অক্ষয়। মশাই, আমাদের কথা ছেড়ে দিন। আপনাদের নিজেদের কথাও তো নিজেরা বুঝবেন ?

চপলা। বুঝতে হয় না—জগৎ—কাজদেওয়া—হাততালি— সবাই—আনন্দ।

[চপলা তড়াক্ করিয়া নিজের কথা বলিয়াই আবার কোণের চেয়ারে বসিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল]

অক্ষয়। ওঃ, অসহ্য। মশাই, এ সবের অর্থ কী ?

চপলা। অর্থ—ব্যাঙ্ক—ফাঁক—সাহিত্য।

অক্ষয়। (উষ্ণভাবে) মশাই, আজকাল বাজারে এও চলছে ? কেউ কিছু বোঝে ?

বিশু। বোঝবার তো দরকার নেই। বুঝতে পারছে না যত, ক্ষেপছে আনন্দে তত। বঙ্কিম, শরৎ, রবির যুগ উঠেছি কাটিয়ে আমরা।

অক্ষয়। রবিবাবুর যুগও শেষ হয়ে গেছে ?

বিশু। রবিবাবুর যাবার আগেই। তাইতো সরালুম তাঁকে আমরা।

অক্ষয়। (সবিস্ময়ে) আপনারা সরালেন মানে ?

বিশু। মানে অসুখটা উপলক্ষ, সরলেন তিনি ভয়ে লাঞ্ছনার আমাদের, করলে কি ইচ্ছে, বেঁচে বেঁচে এদ্দিন, আর কটা দিন থেকে গিয়ে, খবরটা নিয়ে যুদ্ধুর, পারতেন না যেতে মারা ? আমাদের ভয়ে চলে গেলেন থেকে জগৎ।

অক্ষয়। (করজোড়ে) মশাই, আমাকে বাঁচান। এই ভাবে যদি কথা কন, মাথা ধরে উঠবে আর মিনিটখানেক পরে। আমি আপনাদের শরণাগত হচ্ছি।

ফুলু। বললেন কথাটা আপনি মত যেন নিশীথা চ্যাটার্জীর।

অক্ষয়। সে আবার কে ?

কেতন। কে সে ? সে এই তরুণদের প্রেয়সী বিশ্বের ; দু'বেলা ভাত নিয়ে হাঁটতো পথে—আমরা তাকে—।

অক্ষয়। আপনারা বুঝি চাঁদা ক'রে এখন তাঁর ভাত কাপড়ের ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন ? তাহ'লে বাকি আর কিছু নেই ? তিনি আবার এখানে আসবেন নাকি ?

ফুলু। আসবেন। পাবেন দেখতে তাঁকে, কিন্তু সাধনা করতে হবে তাঁকে পেতে হলে।

অক্ষয়। গলায় দড়ি আমার—

ফুলু। যে সে মেয়ে তিনি নন। (মদনের দিকে ইঙ্গিতপূর্ণভাবে চাহিয়া) মদন—

মদন। (সহাস্যে) সুন্দরী এ্যপোলোপিকার মত বৈভিষনিক তাঁর লালসা।

কেতন। প্যারীর সেবা বাঁদেভূঁর মাখনের চেয়ে নরম তাঁর গাল।

ফুলু। কিন্তু টাটা কোম্পানির ইস্পাতের কাঠিন্যের চেয়ে কঠিনতম তাঁর মন। তাঁকে গলাতে চাই যথেষ্ট উত্তাপ হৃদয়ের।

অক্ষয়। মশাইরা কি সবাই ক্ষেপে গেছেন ? আমিতো মাথা মুণ্ডু কিছুই বুঝছি না।

মদন। আপনার মতো ঠিক এই রকম বলে উঠেছিলো বেলজিয়মের কবি ভেরহিরেণকে তাঁর ফরাসী গুপ্ত প্রণয়িণী ম্যানাজুলা। উত্তরে তার বলেছিলেন তিনি "Verbum Sat Sapienti" (ভারবাম্ সাত্ সাপিয়েন্তি)

অক্ষয়। মানে ?

মদন। মানে, যথেষ্ট একটা কথাই জ্ঞানী লোকের পক্ষে।

অক্ষয়। কিন্তু আমার যে এদিকে জ্ঞান লোপ পাবার উপক্রম হচ্ছে মশাই।

মদন। ল্যাটিনে একটা প্রবাদ আছে (সিক্ ট্রান্‌জিট্ গ্লোরিয়া মুণ্ডি) "Sic transit gloria mundi" পৃথিবীর যায় গৌরব নষ্ট হয়ে এই ভাবেই।

অক্ষয়। মশাই, এর চেয়ে পুস্তুতে কথা বললে বুঝতে পারতুম। একি বাংলা ? এযে একেবারে অবোধ্য।

বিশু। (বক্তৃতার সুরে) বোঝবার কিছু নেই, তাই আমরা সবুজের দল অবুঝের রাস্তা ধরেছি। আমরা একটা কেলেঙ্কারী ক'রে তবে যাব। আমরা হলুম সাহিত্যের ফ্যাসিস্ট, নবভাষা, নবসাহিত্যের পুষ্টি করতে আমরা মাতৃগর্ভে এসেছিলাম।

অক্ষয়। (দাঁড়াইয়া করজোড়ে) আমায় তাহ'লে ছেড়ে দিন দয়া ক'রে, আমার বয়েস হয়ে গেছে, আপনাদের মধ্যে বোধহয় খাপ খাবেনা।

বিশু। কে বললে খাবেনা খাপ ? বয়সের সঙ্গে আছে কি যোগ মনের ? তাহ'লে থাকতো না অস্তিত্ব আমাদের কারুর। আমার বয়স একুশ, আমার প্রণয়িনীর বয়েস সাঁইত্রিশ, বয়েসের জন্যে কই কিছুই তো আটকাচ্ছেনা। এসব ধর্তব্যের মধ্যেই নয়।

অক্ষয়। ছিঃ ছিঃ, মেয়েটারও একটু হায়া হলোনা আপনার সঙ্গে মিশতে।

বিশু। সে যে মোর হৃদয়ের দীর্ঘশ্বাসে গড়া
ঈশ্বরের বিশূন্য প্রতিমা।
এদেহের ঘর্ম নিয়ে মর্মসখী মোর
চর্ম ফেটে ফুটে ওঠ ফোড়ার মতন—
সাংঘাতিকা, সর্বনাশী আরাধ্যা আমার।

এস সখি অনেক রাতেতে,
এস মোর নিদ্রাহীন নিমেষ পাতেতে
দিগ্‌বিদিক্‌ জ্ঞান শূন্যা হয়ে—
বিবসনা শশার মতন লবণাক্ত অশ্রু মেখে
আমার লোলুপ ওষ্ঠ পরে।

মদন। (মদন দাঁড়াইয়া বলিল) এক্‌সেলেণ্ট।

অক্ষয়। সাংঘাতিক।

চপলা। (চপলা তড়াক্‌ করিয়া কাছে আসিল) কচ্‌ কচ্‌—ছিটকিনি—খাওয়া—নিশ্বেস বন্ধ—স্যাঁতসেঁতে—পাণ্ডুর—অল ক্লিয়ার। (স্বস্থানে প্রস্থান)

অক্ষয়। রাম রাম রাম, এ কোথায় এলুম ?

বিশু। (চটিয়া) মশাই, আপনি রামনাম করেন। বেরিয়ে যান, বেরিয়ে যান এখান থেকে। যারা ওসব নাম করে তাদের ঘর ধর্ম মহলে, এক তলায়, নিচে, যান শিগ্‌গির।

[অঙ্গুলি নির্দেশে অক্ষয়কে পথ দেখিতে বলিল অক্ষয় দরজায় ধাকা দিল। নেপথ্য হইতে গোবর্দ্ধন কহিল]

গোব। কে বেরুবেন ?

অক্ষয়। আমি অক্ষয়।

গোব। চট্‌ ক'রে চ'লে আসুন বাবু, এর পর আজ রাত্তিরে আর এঘর খোলা হবে না। (গোবর্দ্ধন উইংসের পাশ হইতে অর্দ্ধদেহ বাহির করিয়া অক্ষয়বাবুর নড়া ধরিয়া দ্রুত টানিয়া লইয়া গেল)

পঞ্চম দৃশ্য

(অক্ষয় ও ম্যানেজার)

অক্ষয়। বাপ্, একি কাণ্ড! ছিঃ ছিঃ ছিঃ! এ কোথায় এলুম? চলে যাবো? তাইবা যাই কি ক'রে? অতগুলো টাকা আগাম নিয়েছে, এ তো মহা মুস্কিলে পড়লাম দেখছি। (ম্যানেজারের প্রবেশ) এই যে ম্যানেজার মশাই, ওঃ, খুব জায়গা দিয়েছিলেন মশাই!

ম্যানে। কেন?

অক্ষয়। ওঃ! আর কিছুক্ষণ থাকলে একটা খারাপ ব্যায়রাম ধরতো।

ম্যানে। (সহাস্যে) বনলোনা বুঝি? আমি জানতুম, আপনার সঙ্গে ওদের ঠিক খাপ খাবে না। ওঁরা একটু হাইক্লাসের কিনা—তবে আপনি বললেন—তাইতো ও-মহলে আপনার জায়গা ক'রে দিলুম। ব্যস্ত হবেন না, পাঁচ জায়গায় ঘুরিয়ে আমি আপনাকে ঠিক সেট্ ক'রে দিচ্ছি, দেখুন না।

অক্ষয়। না মশাই, এখন আমার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছে—আমায় একটু অন্য জায়গায় দিন।

ম্যানে। (ভাবিয়া) অন্য জায়গা—অন্য জায়গা—বেশ,—আপনি মোলায়েম মজলিশে চলে যান। মনে হয় ভাল থাকবেন।

গোব। কিন্তু পাশে যে দুর্ব্বাসা আশ্রম রয়েছে।

ম্যানে। তুই থাম্। না না মশাই, সে ইট দিয়ে পার্টিশান করা—কোন ভয় নেই।

গোব। মাঝে মাঝে ফাটে।

ম্যানে। তুই চুপ কর্!—না না, এই সেদিন মোটা ক'রে সিমেণ্ট দিয়ে দিয়েছি। আপনি চলে যান, ও-ঘরের লোকরা সত্যিই অমায়িক।

অক্ষয়। সঙ্গে টাকাকড়ি আছে যে।

ম্যানে। টাকা আছে নিজের কাছে রেখে দিন—কেউ জোর ক'রে কেড়ে নেবে না—সেরকম লোক তারা নয়। গোবর্দ্ধন যাও—বাবুকে ৪৭ (ক) নম্বরে পোরো। (প্রস্থান)

গোব। চলুন বাবু! (অক্ষয় গোবর্দ্ধনের সঙ্গে বিপরীত দিকে চলিয়া গেল)

মোলায়েম মজলিস

[তিনজন লোক তাকিয়া ঠেস্ দিয়া বসিয়া তাস খেলিতেছিল। কতকগুলি লোক পয়সা লইয়া বাজীর তাস খেলিতেছে বুঝা গেল। হঠাৎ নেপথ্য হইতে]

গোবর্দ্ধন। আসুন বাবু!

জগন্নাথ। ঐ রে পুলিস —তুলে ফেল্ তুলে ফেল্।

(তাড়াতাড়ি যে যেমন পারিল—তাস পয়সা পকেটে পুরিয়া ফেলিল ও জগন্নাথ ব্যতীত আর সকলে উঠিয়া পড়িল)

জগন্নাথ। তোমরা বারন্দায় গিয়ে বস ততক্ষণ। আগে দেখি লোকটা কে। (জগন্নাথ ব্যতীত সকলের বারান্দায় গমন। জগন্নাথ তাকিয়া ঠেস্ দিয়া একটা সিগারেট ধরাইবার আয়োজন করিতেছে এমন সময় অক্ষয়বাবু গোবর্দ্ধনের সহিত প্রবেশ করিলেন)

গোবর্দ্ধন। এই যে জগন্নাথ বাবু বসে আছেন, (জগন্নাথের প্রতি) ইনি এই ঘরে থাকবেন।

জগন্নাথ। (দাঁড়াইয়া উঠিয়া) ইনি ?

গোবৰ্দ্ধন। অক্ষয়বাবু—নতুন এয়েছেন একটু যত্ন-সত্ন কোরো বাপু—বড় ভালনোক (জগন্নাথ হাসিয়া নমস্কার করিল)।

জগন্নাথ। পুলিশে চাকরি করেন বুঝি ?

গোবৰ্দ্ধন। না গো না, ভয় নেই—উনি খুব বড় নোক।

জগন্নাথ। তাই বুঝি ? আসুন, আসুন স্যার। (পায়ের ধুলা লইয়া ফেলিল)

অক্ষয়। (সঙ্কুচিত ভাবে) আহা-হা, কি করেন (নমস্কার জানাইল)

জগ। (সবিনয়ে) স্যার। আপনার জন্যেই বসে আছি আমরা !

অক্ষয়। তার মানে ?

জগ। মানে, আমরা সব জোগাড় করেছি কিন্তু আপনার মত লোক একটিও পাইনি।

অক্ষয়। আমি তো আপনার কথা কিছু বুঝতে পার্চ্ছি না।

জগ। আমার কথা শুনলেন কৈ স্যর ? আগে বসুন, তারপর সব বলছি। (অক্ষয়ের চেয়ারে উপবেশন)

গোব। (অক্ষয়ের প্রতি) আমি চলি বাবু—দরকার হলে দরজায় ধাক্কা মারবেন। (জগন্নাথবাবুর প্রতি) দেখো, বাবুর আবার নগদ টাকাকড়ি সঙ্গে আছে, কেউ না মেরে দেয় !

জগন্নাথ। পাগল হয়েছ, আমরা থাকতে আর কেউ ওঁর টাকায় হাত দিতে পারবে ? তুমি নিশ্চিন্তে চলে যাও ! (গোবৰ্দ্ধনের প্রস্থান)

জগ। (সহাস্যে) হেঃ হেঃ হেঃ গোবৰ্দ্ধনের আবার ভয় বেশি ! যদি কিছু মনে না করেন স্যর—কত টাকা সঙ্গে আছে ?

অক্ষয়। এই হাজার তিনেক হবে।

জগন্নাথ। তিন হাজার? স্যর, আপনি ধন্য! (সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া পুনরায় পদধূলি গ্রহণ)

অক্ষয়। আহা—কি করেন? (প্রতিনমস্কার করিল)

জগন্নাথ। না স্যর, আপনি সত্যি বড়লোক—আমাদের পকেটে তিন পয়সা থাকে না আর আপনি তিন হাজার টাকা নিয়ে ঘুরছেন।

অক্ষয়। না না, এত টাকা নিয়ে আমি ঘুরিনা—কাল একটা মহাজনকে বায়না দিতে হবে কিনা?

জগন্নাথ। যদি কিছু মনে না করেন—কিসের বায়না স্যর?

অক্ষয়। গুড়ের একটা ব্যবসা করবো ভাবছি—তাই।

জগন্নাথ। গুড়ের ব্যবসা করবেন না, তার চেয়ে বালির ব্যবসা করুন—তাতে বেশি লাভ হবে।

অক্ষয়। কি রকম?

জগন্নাথ। যদি কিছু মনে না করেন স্যর তাহ'লে বলি—একেবারে ভেজালের কারবার।

অক্ষয়। ভেজাল আর কিসে নেই বলুন?

জগন্নাথ। যদি কিছু মনে না করেন স্যর—তাহ'লে বলবো একেবারে নির্ভেজাল কারবার রয়েছে—কিন্তু অনেকে সেটা জানে না বলে বাজে ব্যবসায় টাকা ঢেলে মরছে।

অক্ষয়। সেরকম ব্যবসা আমি তো দেখিনা।

জগন্নাথ। ঐ তো, মনে কিছু করবেন না স্যর—চোখ থাকতেও আপনারা কাণা—সেরকম ব্যবসা আছে। (উচ্চৈঃস্বরে) টাকায় টাকা লাভ। আপনি একখানা ছবি ক'রে ফেলুন।

অক্ষয়। কিসের ছবি ?

জগন্নাথ। সিনেমার। লাখ লাখ টাকা এসে পড়বে—অথচ আপনার খরচা গোড়াতে যা সামান্য কিছু হবে।

অক্ষয়। ও ব্যবসা ঠিক বুঝি না।

জগন্নাথ। আপনার বোঝবার দরকার নেই তো—বোঝাপড়ার ভার আমাদের ওপর ছেড়ে দিন—

অক্ষয়। মানে ?

জগন্নাথ। মানে আমি সব দেখা শোনা করবো। আপনি শুধু গোড়ায় হাজার দশেক বার করবেন—ব্যস্!

অক্ষয়। হাজার দশেকে একখানা ছবি হয়ে যাবে ?

জগন্নাথ। হ্যাঁ। এ বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা আছে বলেই বলছি। আমি একজন ডিরেক্টর যে।

অক্ষয়। ও আপনি ছবিটবি করেছেন তাহ'লে ?

জগন্নাথ কত করেছি তার ঠিক আছে।

অক্ষয়। কি ছবি করেছেন বলুন তো ?

জগন্নাথ। কত শুনবেন ? বোম্বায়ে "মহব্বত কা কেরামৎ," পুণায় "চন্মনিয়া কি খেল্," আসামে "হাঁহি ধামালি" ওড়িয়াতে "নীলঅ সড়োবড়অ", তামিলে "বড্ড্ মাড্ড্ গাড্ড্। মানে—হাবুডুবু প্রেমের ফোয়ারায়।

অক্ষয়। বটে! বাংলায় ?

জগন্নাথ। বাংলায় কিছু করিনি। একজন ফিনান্সিয়ার খুঁজছিলুম. তা পেয়ে গেলুম। কিছু মনে করবেন না স্যর—দশহাজার একবার বের ক'রে দেখুন!

অক্ষয়। কিন্তু দশহাজারে—

জগন্নাথ। আর বাকী টাকা তো দেবে ডিস্ট্রিবিউটার—এগ্‌জিবিটার। গরজ তো তাদের?

অক্ষয়। কিন্তু কত দেবে? ছবির খরচ তো অন্য দিকেও রয়েছে।

জগন্নাথ। অন্যদিকে কিসের খরচ? বলুন!

অক্ষয়। আর্টিস্ট আছে, ক্যামেরা আছে, স্টুডিও আছে,…আর…

জগন্নাথ। কিছু মনে করবেন না স্যর,—সবাইকে টাকা দেবেন কেন? সব ধারে হবে—টাকা উঠলে তারপর বিবেচনা ক'রে দিলেই চলবে।

অক্ষয়। না—না মশাই, আর্টিস্ট কখনও ধারে হয়—শেষে মাঝপথে গিয়ে আটকে দেবে?

জগ। বেশি চালাকি করে—(উচ্চৈঃস্বরে) গল্প বদলে দেব।

অক্ষয়। তা কি হয়?

জগন্নাথ। কিছু মনে করবেন না স্যর—তাই হরদম হচ্ছে। জানা গল্প শুধু বদ্‌লাতে বদ্‌লাতে শেষে মলাটখানা পড়ে রইল। তা না হ'লে ডিরেক্টরের কেরামতিটা কি হল বলুন?

অক্ষয়। সে কি চলে?

জগন্নাথ। একেবারে হিট্। বইটই তো কেউ পড়ে না আজকাল, সিনেমাতেই দেখে নেয় সব—এইটে যে মস্ত সুবিধে, বুঝছেন না?

অক্ষয়। তা বটে! কিন্তু দশ হাজারে—

জগন্নাথ। আমি ছবি ক'রে দেব আপনাকে—আপনি শুধু

আমার সঙ্গে কনট্রাক্টটা ক'রে ফেলুন স্যর। আর্টিস্টও সস্তায় হাজির ক'রে দিচ্ছি এখুনি।

অক্ষয়। এঁ্যা—আপনার দলবল সব হাজির আছে ?

জগন্নাথ। এখুনি দেখুন না স্যর, এসে পড়লো বলে—আপনি হাজারখানেক বায়নাটা আমায় আগে দিয়ে দিন, ওদের কিছু কিছু দিলেই হবে। (একটি কনট্রাক্টের ফরম্ বাহির করিয়া সই করিতে দিল)

অক্ষয়। কিন্তু এখন তো আমার হাতে—

জগন্নাথ। যা আছে ঐ যথেষ্ট—আমার হাতে দিয়ে দিন—আমি ম্যানেজ ক'রে দিচ্ছি।

অক্ষয়। কিন্তু কোম্পানির নামটা কি হবে ?

জগন্নাথ। (ভাবিয়া) তাই তো নামটা...(সহসা দ্রুতভাবে) ঠিক আছে—অক্ষয়-জগন্নাথ কোম্পানি—ওঃ, দেখুন স্যর কি মিল ? আপনি অক্ষয়, আমি জগন্নাথ—হাঃ হাঃ হাঃ কিছু যদি মনে না করেন তাহ'লে বলি, নামের এরকম রাজযোটক মিল নতুন বর-কনেরও হয় না। (হাসিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল)

অক্ষয়। যাক্‌গে—ছবির নাম কি হবে ?

জগন্নাথ। আমি লিখিয়েকে ডাকছি, সে বলে দেবে'খন।

অক্ষয়। লিখিয়ে কোথায় ?

জগন্নাথ। আছে আছে। সব ওধারকার বারান্দায় বসে হাওয়া খাচ্ছে—সিটি দিলেই পটাপট্ চলে আসবে—নিন্, আপনি এখন সই দিয়ে কোম্পানিটা খুলে ফেলুন না।

অক্ষয়। (চিন্তিতভাবে) কিন্তু কনট্রাক্ট-সই ক'রে ফেললে……

জগন্নাথ। কিছু যদি মনে না করেন। আপনি স্যর বড়লোক। আপনি এরকম কাজের সময় গোঁৎ খেলে চলবে কেন? সই ক'রে তারপর দেখুন, কি মাল আমি বার করি। (অক্ষয় একটি form-এ সই দিলেন) স্যর বৌনিটা হয়ে যাক্। (অক্ষয় গেঁজ হইতে ১০০০৲-র নোট একটি হাতে দিলেন) এই নিন রসিদ (রসিদ দিল) এইবার স্যর পায়ের ধুলো দিন্। (পায়ের ধুলা গ্রহণ)

অক্ষয়। আঃ, করেন কি? (প্রতিনমস্কার)

জগন্নাথ। স্যর, একবার নিয়ে তৃপ্তি হয় না—আর একবার দিন। আপনার মতন লোক দু'চারটে না থাকলে আমরা ক'রে খেতে পার্তু'ম না। (অক্ষয়ের বাধা অগ্রাহ্য করিয়া পুনরায় পদধূলি গ্রহণ)

অক্ষয়। (অস্ফুট স্বরে) ওঃ, এও তো এক আপদ হল দেখছি। (জগন্নাথ সিটি দিয়া ডাকিতেই অতি রোগা, বৃদ্ধ, চণ্ডু চক্রবর্ত্তী খাতা হাতে প্রবেশ করিল)

জগন্নাথ। সব ঠিক হয়ে গেল চণ্ডু—তোমার বই-ই হবে। ইনিই আমাদের ফাইনান্সার—অক্ষয়বাবু।

চণ্ডু। (কাৎ হইয়া নমস্কার)

অক্ষয়। (প্রতি নমস্কার করিয়া জগন্নাথের প্রতি) ইনি?

জগন্নাথ। ইনিই তো মূলাধার—সুবিখ্যাত গল্প লিখিয়ে চণ্ডু চক্রবর্ত্তী।

অক্ষয়। চণ্ডু চক্রবর্ত্তী?—আপনার নাম তো পূর্ব্বে শুনিনি?

জগন্নাথ। স্যার উনি চট্ ক'রে নাম কোথাও দেন না—তবে আড্ডার লোকে সবাই চেনে। বস ভাই।

(চণ্ডু খাতা লইয়া চেয়ারে বসিল)

চণ্ডু। (সহাস্যে)—তাহ'লে আমার কোন্ গল্পটা নেবেন উনি?

জগন্নাথ। স্যর বলুন!

অক্ষয়। গল্প—মানে সিনেমার গল্প আর কি—আমি ঠিক···

জগন্নাথ। সত্যি তো, উনি কি ক'রে বলবেন—মানে বেশ ঠাস বুনুনি একটা প্রেমের গল্প দাও না। (চণ্ডু খাতা উল্টাইয়া গল্প বাছিতে লাগিল)

অক্ষয়। না, সেটা আবার বেশি হলে···

জগন্নাথ। বেশি হবার যো আছে আজকাল? অমনি সেন্সার···

অক্ষয়। সেন্সাব?

জগন্নাথ। সেন্সারও জানেন না? হায়রে (মনে মনে) তবেই ছবি হয়েছে। (প্রকাশ্যে) মানে, ছবি দেখাবার আগে একবার সেন্সারকে দেখাতে হয় আর কি? ওঁরা সব প্রেমের ওজন-টোজন দেখে দেন।

অক্ষয়। প্রেমের আবার ওজন দেখবেন কি?

জগন্নাথ। আজ্ঞে, সে সব Vetern লোক আছেন। কত ইঞ্চি পর্যন্ত নায়ক-নায়িকা এগোবে সে সব মেপে তাঁরা বলে দিতে পারেন।

অক্ষয়। কিন্তু আপনাদের মাপ ঠিক থাকে?

জগন্নাথ। না স্যর। ফিলিংসের ঝোঁকে আর্টিস্টরা মাঝে মাঝে এগিয়ে আসে তখন আমরা চক্ষুলজ্জার খাতিরে কিছু

বলতে পারি না কিন্তু ওঁদের তো সে বালাই নেই—তক্ষুনি কাট্ হয়ে গেল।

অক্ষয়। আমি এ সব কিছুই বুঝছি না মশাই।

জগন্নাথ। কিছু যদি মনে না করেন স্যর তাহ'লে বলি, আপনি এ লাইনে নতুন আসছেন—এ সব কাজ বুঝবেন কি ক'রে বলুন? এ লাইনেব লোককে বুঝতে অন্ততঃ তিনখানা ছবি ফ্লপ্ হওয়া দরকার। কত লোক বুঝতে বুঝতেই ফতুর হয়ে গেল!

অক্ষয়। (ভীত ভাবে) আমাকেও কি ফতুর হয়ে বুঝতে হবে নাকি?

জগন্নাথ। (জিভ কাটিয়া) রামঃ! আমি আপনাকে একেবারে চাক্ষুষ একটা সিন ক'রে বুঝিয়ে দিচ্ছি এখুনি, আপনি আগে গল্পটা বেছে নিন্। কি হে হল?

চণ্ডু। (খাতা উল্টাইয়া) হ্যাঁ, এই ঠিক বেছেচি! "বন হরিণীর ব্যাঁকা চাউনি"—বেশ নামটিও মিষ্টি—অনেক সব চন্‌মনে সিচুয়েশানও দিয়েছি।

জগন্নাথ। হ্যাঁ—হ্যাঁ সাবজেক্টটা ভাল। আপনি স্যর advance দিয়ে দিন! (কনট্রাক্ট লইয়া) একটু বাপু কম সম ক'রে নাও!

অক্ষয়। (অক্ষয় পুনরায় গেঁজ বাহির করিয়া বলিলেন) কত দোব?

জগন্নাথ। হাজার খানেক দিয়ে দিন—তারপর যা হয় দেখা যাবে।

চণ্ডু। হ্যাঁ স্যর, তাই দিন—বায়নার পর আর তো কিছু পাওয়া যায় না বড়—ঐ দিন। (কনট্রাক্ট সই করিল)

অক্ষয়। (টাকা বাহির করিয়া) হাজার টাকা এতে আছে গুণে নিন্ !

চণ্ডু। (হাসিয়া) গুণে আর কি নেব স্যর ?—বাপের জন্মে কেউ লিখিয়েকে এক সঙ্গে এ লাইনে ও-টাকা দেয়নি। আপনার নয় দশটাকা কমই হল। দিন পায়ের ধূলো দিন ! (পায়ের ধূলো লইল)

অক্ষয়। আঃ, এ আপনারা করছেন কি ! (প্রতিনমস্কার)

জগন্নাথ। (সহাস্যে) স্যর, ভুলে যাচ্ছেন কেন এ-ঘরের কথা। এখানে মোলায়েম, অমায়িক ব্যবহার ছাড়া আর কিছু পাবেন না। সব ভদ্দরলোকের ছেলে—বনেদী বংশ।

অক্ষয়। তাহ'লে লেখক তো ঠিক হয়ে গেল—এখন বইটা পড়ে তারপর আর্টিস্ট……

জগন্নাথ। বই পড়বার দরকার নেই—স্যর ! একেবারে ডেনঞ্জারাস্ ডেনঞ্জারাস্ সিন রয়েছে, কি বল চণ্ডু ?

চণ্ডু। হ্যাঁ তা রয়েছে।

অক্ষয়। সেন্সারে আবার যদি আটকে দেয়।

চণ্ডু। সিচুয়েশন ঘুরিয়ে দেব। কলম তো আমার হাতে। একুশ বছর স্যর এক সওদাগরী ফার্মে খাতা লিখে এসেছি, তাতে কত অদলবদল করতে হত—ও-সব আমার প্র্যাক্‌টিশ আছে।

অক্ষয়। কিন্তু তখন তো ছবি হয়ে যাবে।

জগন্নাথ। কিন্তু কাঁচি তো থাকবে আমার হাতে—সঙ্গে সঙ্গে —কচাৎ।

অক্ষয়। তার চেয়ে আগে থেকে—

জগন্নাথ। কিছু মনে করবেন না স্যর, আগে থেকে এসব হয় না। কারণ প্রেম করতে গেলে কার যে কতখানিতে আপত্তি সেটা বুঝতে পারা মহা কঠিন ব্যাপার। ওটুকু Risk নিতেই হবে। যাক্, এবার ওদের ডাকি—
[সিটি দিল। সিটি দিতেই দুইজন, ত্রিলোচন ও গুঁপো-কার্তিক ঠিক হিরো হিরোয়িনের মত ছুটিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। গুঁপো-কার্তিক ঘাড় বেঁকাইয়া যেমন সিনেমার নায়িকারা পেছন ফিরিয়া নায়ককে দেখে ও কটাক্ষ করে তেমনিভাবে এক জায়গায় দাঁড়াইয়া রহিল। ত্রিলোচন দেখিতে লাগিল ও কিছু পরে প্রেমপূর্ণ নেত্রে দেহের সম্মুখ ভাগ আগাইয়া দিয়া বলিল—"এখনও তোমার দয়া হবে না ?"—অক্ষয় হতভম্ব]

অক্ষয়। এ সব কি মশাই ? (জগন্নাথের প্রতি)

জগন্নাথ। (চিৎকার করিয়া) কাট্। (তাহারা সহজভাবে দাঁড়াইয়া অক্ষয়কে নমস্কার করিল)
(অক্ষয়ের প্রতি হাসিয়া) এরা আর্টিস্ট—এতক্ষণ মনিটার দিচ্ছিল। মানে, একটা সিন রিহার্শেল দিচ্ছিল আর কি। বস তোমরা। (তাহারা বসিল)

অক্ষয়। আর্টিস্ট—কোথাকার ?

জগন্নাথ। আমাদের বইয়ের।

অক্ষয়। ঠিক বুঝলুম না।

জগন্নাথ। বুঝিয়ে দিচ্ছি স্যর একেবারে রিহার্শেল দিয়ে—
আপনি ওদের দাদনটা দিয়ে দিন।

অক্ষয়। (করুণভাবে) কত দেব ?

জগন্নাথ। একে আড়াইশো ওকে আড়াইশো দিয়ে দিন না এখন—পরে দেখা যাবে।

গুঁপো কার্তিক। আমার কিন্তু আর কিছু বেশি চাই।

জগন্নাথ। ভাই, এটা ঘরের কাজ, একটু কমিয়ে সমিয়ে নিতে হবে।

গুঁপো কার্তিক। আরে সবাই তো ঐ কথাই বলে কিন্তু কমাতে কমাতে কোথায় এখন এসে ঠেকেছি দেখছো তো ?

জগন্নাথ। এই দেখ, এই আর্টিস্টদের নিয়েই যত হাঙ্গামা। তুমি আপাততো এই নাও না—তারপর দর-দস্তুর ঠিক করা যাবে। দিয়ে দিন মশাই—তিনশো।

অক্ষয়। কিন্তু উনি কী পার্ট করবেন ?

জগন্নাথ। ঐ তো বইয়ের হিরো।

অক্ষয়। (সভয়ে) অত বড় গোঁপ নিয়ে ?

কার্তিক। এ স্যর, কামিয়ে ফেলবো—আর একটা বইয়ের কনটিনিউটির জন্যে এটাকে রাখতে হয়েছে। আমার চেহারা স্যর কত ভাল সেটা এই গোঁপের জন্যে ঠিক বুঝতে পার্চ্ছেন না।

অক্ষয়। তাই নাকি ?

জগন্নাথ। তা না হলে স্যর, বাপ-মা ওর নাম রাখে কার্তিক ?

কার্তিক। আজ্ঞে ক্ষেপেছেন—এ একটা ক্ষেপ পেয়ে গেলুম নিয়েছি কিন্তু এখন রাগ হচ্ছে। উপায় কি বলুন ? কামিয়ে ফেললে, বেইমানি করা হবে। একটা ক্লাইমেক্স সিন্ বাকি।

অক্ষয়। সেটা কবে হবে ?

কার্তিক। ঈশ্বর জানেন—আর্দ্ধেক হ্য়ে বন্ধ হয়ে আছে, টাকা-ফাকা দেয় না, তবে ডিরেক্টর রোজ হাতে পায়ে ধরে যায় বলে কামাতেও পার্চ্ছি না।

জগন্নাথ। ওটা কামিয়েই ফেল্‌না বাবা—এদিকেও কন্‌টিনিউটি মিলবে না ওদিকেও নয়। আরম্ভর সময় যা ছিল এখন তো তে-ডবল্‌ বেড়ে গেছে।

কার্তিক। আরে কামালে তো আমারই সুবিধে—এখন তো আর্দ্ধেক সময় গোঁপ চিবিয়ে ফেলি, ওটাকে আবার তুলে ধরে খাবার দাবার খেতে হয়। তবে বেইমানিটা কি ক'রে করি বল ? কি বলেন মশাই ?

অক্ষয়। আমি আর কি বলবো বলুন ? আমার তো ক্রমশঃ ধাত ছেড়ে যাচ্ছে।

কার্তিক। স্যর, এ লাইনে এসে ধাত্‌ ছাড়েনি যার সে তো প্রডিউসারই নয়।

অক্ষয়। এ্যাঁ—কি বলছেন আপনি ?

জগন্নাথ। মশাই—ও বড় বাজে বকে, আপনি দিন তো শ' তিনেক টাকা তারপর ওর আমি গোঁপ কি বলছেন, মুণ্ডু, দাড়ি, সর্বস্ব কামাবো।

[অক্ষয়ের অর্থপ্রদান ও কার্তিকের সহাস্যে গ্রহণ ও নিজের পকেট হইতে রসিদ দান]

কার্তিক। এই নিন স্যর, রসিদ আমি আগে থেকে সই ক'রে রেখেছি। দিন স্যর—একটু মাথায় আশির্বাদি হাত বুলিয়ে। (পায়ের ধুলা লইল, অক্ষয় বিরক্তভাবে নমস্কার করিল

অক্ষয়। (চটিয়া ব্যঙ্গস্বরে) আর আপনি গণেশবাবু বাকি থাকেন কেন, নিন্ শ' দুয়েক।

ত্রিলোচন। (হাসিয়া) স্যর আমার নাম গণেশ নয়—ত্রিলোচন।

অক্ষয়। তার মানে গণেশের বাবা—আসুন। (অর্থ প্রদান)

গণেশ। (রসিদ বাহির করিয়া) নেন স্যর! (পায়ের ধুলা লইল)

অক্ষয়। ইনি কি করবেন?

চণ্ডু। ওকে সেই দুর্বৃত্ত—মানে ভিলেনের পার্টটা দেওয়া যাবে। কি বলেন? (অক্ষয়ের প্রতি)

অক্ষয়। আমি কি বলবো—কোথায় বই, কি বই, কি সিন হবে কিছুই তো বুঝতে পাচ্ছি না—অথচ পট্‌পট্ ক'রে তো সই সাবুদ আগাম-দক্ষিণে সব নিয়ে নিলেন।

জগন্নাথ। স্যর, যদি কিছু মনে না করেন তো বলি—আমরা তো কেড়ে নিইনি? ভালভাবেই নিয়েছি।

অক্ষয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভালয় ভালয় কাটলে হয়।

জগন্নাথ। স্যর, ভয় পাবেন না—এখুনি একটা শট্ দেখিয়ে দিচ্ছি। (অক্ষয়ের প্রতি) উঠুন। (জগন্নাথ উঠিয়া পড়িয়া ইঙ্গিত করিতেই অক্ষয়বাবু দাঁড়াইলেন। আর সকলেও দাঁড়াইল। চণ্ডুর হাত হইতে খাতাটা চট্ করিয়া লইয়া সেটি নলের মত পাকাইয়া অক্ষয়কে দু'হাতে ধরিয়া হাত সোজা করিয়া দিল) খাতাটা ঐভাবে পাকিয়ে ধরে থাকুন স্যর—কিছু মনে করবেন না—আপনি ক্যামেরা। মনে করুন সামনে একটা কুঞ্জ (কার্তিককে মধ্যপথে দাঁড় করাইয়া) কার্তিক নায়িকা…কলসী-কাঁখে জল আনতে যাচ্ছে…

[চারিধারে কলসীর সন্ধানে চাহিয়া দেখিল, কিছু নাই—দূরে বারন্দায় একটি ছোট ফুলের টব রহিয়াছে, তাড়াতাড়ি সেইটা আনিয়া কার্তিকের কাঁখে দিল। কার্তিক তাড়াতাড়ি পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া মাথায় ঘোমটার অভাব পূর্ণ করিল। তাহার পর কার্তিক মেয়েদের মত কোমর ভাঙ্গিয়া দাঁড়াইল)

ত্রিলোচন, তুমি কার্তিকের বাঁ দিকে চলে যাও—আমি স্টার্ট দিলেই তুমি কোণ থেকে ওকে হাতছানি দিয়ে হাসি-হাসি মুখে ডাকবে। (ত্রিলোচনের বাঁ পাশে গমন) কার্তিক তুই সঙ্গে সঙ্গে চোখ ঘোরাবি। (কার্তিক মাথা নাড়িয়া দু' একবার চোখ ঘোরাইয়া লইল]

অক্ষয়। না-না এ ভাল দেখাচ্ছে না।

জগন্নাথ। আরে মশাই কার্তিক তো আর ও-পার্ট করবে না ওর গোঁপের জন্যে এখন ঠিক এফেক্টটা বুঝতে পারছেন না আর কি। ওর জায়গায় একটি হিরোয়িন আসবে।

অক্ষয়। কিন্তু সেটা আগে ঠিক করলেন না ?

জগন্নাথ। আঃ! আপনি বড় ব্যস্তবাগীশ।—সে অনেক হাঙ্গামার ব্যাপার—দু'চারটে মেয়েকে তো আবার বার ক'রে আনতে হবে ?

অক্ষয়। মেয়ে বার করবেন কি ?

জগন্নাথ। আপনি স্যর, যদি কিছু মনে না করেন তাহ'লে বলি, আপনি একেবারে ভট্। মেয়ে খুঁজে বার করতে হবে তো ? এখন কার্তিককেই মেয়ে বলে ভাবুন না। চণ্ডু তুমি ডানপাশ দিয়ে সেই ভিলেন হয়ে বেরুবে। ওকে

দেখেই চোখ ঘুরিয়ে বলবে, এইবার সুন্দরী তুমি কোথায় যাবে, যাও তো? দেখি তোমার কলসীতে রস কত? ত্রিলোচন, অমনি—'খবরদার,' বলেই চণ্ডুর গলা চেপে চিৎ ক'রে ফেলবি ও অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবে। তুই তার পরই কার্তিকের থুত্‌নি ধরে আধ আধ ভাবে বলে উঠ্‌বি, 'ভাগ্যি এচেছিলুম রাণী তাইতো বেঁচে গেলে।' কার্তিক তখনই কলসীটা ওর হাতে দিয়ে কোমর ধরে নাচতে শুরু ক'রে দিবি। নাও, রেডি। (জগন্নাথ— Lights on, Start Camera বলিয়া শিল্পীদের সম্মুখে ক্ল্যাপ স্টিক্ দিয়া সরিয়া গেল। তাহারা নির্দেশমত অভিনয় করিল। অক্ষয়ের বাক্‌রোধ হইয়া গিয়াছিল। অভিনয় শেষে জগন্নাথ বলিল) কাট্ !—এইখানে নায়িকার মুখে একটা লাগতাই গান দিয়ে দোব।

অক্ষয়। এর সঙ্গে একটা দড়ি দিন না?

জগন্নাথ। কেন?

অক্ষয়। দড়ি-কলসী এক সঙ্গে গলায় বেঁধে নায়ক-নায়িকা তারপর লেকের জলে ডুবে মরবে।

জগন্নাথ। (বুঝিল অক্ষয়বাবু রসিকতা করিতেছেন। চটিয়া গিয়া গম্ভীরভাবে জগন্নাথ বলিয়া উঠিল) স্যর, কিছু মনে করবেন না—আপনার ছবি হল না। গোড়া থেকেই যদি প্রডিউসার অত ইন্‌টারফিয়ার করেন তবে আর ছবি করা যায় না।—(চিৎকার করিয়া) প্যাক্ আপ্!

[অক্ষয় ব্যতীত সকলের বারন্দার দিকে প্রস্থান। অক্ষয় হতভম্ব

হইয়া দাঁড়াইয়া—তাহার পর ব্যাকুল হইয়া বারান্দার দিকে উঁকি মারিয়া দেখিল কেহ নাই। চঞ্চলভাবে এধার ওধার করিয়া]

অক্ষয়। কী সর্বনাশ! সরে পড়লো নাকি? অতগুলো টাকা নিয়ে শেষে—খেলে, আমায় খেলে—(দরজায় ধাক্কা) গোবর্দ্ধন! গোবর্দ্ধন!

[অক্ষয়বাবুর হাঁকডাকের সময় জনৈক উকীলবাবু (মিত্তির) পাশের ঘর হইতে কোট-প্যাণ্ট পরিয়া প্রবেশ করিলেন]

মিত্তির। গোবরা কোথায় গেল, বলুন তো? আমিও বেটাকে খুঁজচি।

অক্ষয়। আপনি কি বাইরে থেকে শেকল খুলে এলেন?

মিত্তির। শেকল খুলবো কেন? দেওয়ালটার অর্দ্ধেক ইট খসে যেতে চলে এসেছি। আমি পাশের ঘরে থাকি।

অক্ষয়। সেই ঘরে বুঝি এঁরা গেছেন?

মিত্তির। এঁরা কারা?

অক্ষয়। এই একটু আগে যাঁরা এখানে ছিলেন?

মিত্তির। না না, ও-ঘরে কেউ যাবে না। এরা নিশ্চয় নেশাঘরে গেছে—সেটা ঐপাশে। দেওয়াল ফাঁক হতে আমি আর একদিন এখানে ঢুকে সব দেখে গেছি।

অক্ষয়। দেওয়াল ফাঁক হয় মানে? একি সেই আলিবাবার চিচিং ফাঁকের ঘর নাকি মশাই যে একবার ক'রে দেওয়াল ফাঁক হয় আর বুজে যায়?

মিত্তির। তা নয়, ওটা হল দুর্বাসা আশ্রম—যত খিট্‌খিটে রিটায়ার্ড বুড়ো থাকে—চ্যাংড়াদের জায়গা নয়—তবে

দেওয়ালটা প্রায়ই শুয়ে পড়ে, তখন গোবরা আর ম্যানেজার এসে আবার সিমেণ্ট দিয়ে বুজিয়ে দেয়।

অক্ষয়। আপনি রিটায়ার করেননি বুঝি ?

মিত্তির। মশাই আমি উকীল। দেশহিতৈষী, উকীল, বিধাতা আর ছ্যাক্‌ড়া গাড়ির ঘোড়া—কখনও রিটায়ার করে শুনেছেন ?

অক্ষয়। তা আপনি ও-ঘর থেকে বোরোলেন কেন ?

মিত্তির। কি করবো মশাই, বুড়োদের কথা আর কত শুনি বলুন—একটা কেস্ পাই না।

অক্ষয়। কিসের কেস্ ?

মিত্তির। মানে—মামলা আর কি। হাজার হক আমি একটা উকীল তো ? কলকাতায় বাড়িভাড়া যোগাতে পারি না বলেই সস্তায় এখানে ঢুকেছি, কিন্তু মশাই, এখন প্রাণ যায়। অতি জঘন্য জায়গা—বেরুতেও পার্চ্ছি না—চুক্তিতে সই ক'রে বসেছি—আগামও দিয়েছি।

অক্ষয়। আমারও সেই অবস্থা মশাই। কোন ঘরে শান্তি পার্চ্ছি না। যত ঠগ-জোচ্চোরের পাল্লায় গিয়ে পড়ছি। এখনই ব্যবসার নামে দু-চারজনকে হাজার দুয়েক আগাম দিয়েছি—কিন্তু তারা হঠাৎ এঘর থেকে উপে বসে আছে।

মিত্তির। উপে কোথায় যাবে—সব নেশাঘরে ঢুকেছে নিশ্চয়। সেটা ঐপাশে।

অক্ষয়। তাহ'লে তো ধরা যাবে।—দেখি। (গমনোদ্যত)

মিত্তির। যাবেন না—স্রেফ্ ঝাঁজের চোটে আপনি উপে যাবেন। গাঁজা, চরস, ভাঙ, মদ, চণ্ডু সব এক সঙ্গে চলছে সেখানে।

অক্ষয়। (কাঁদ কাঁদ ভাবে) কী সর্বনাশ! তবে কি টাকাগুলো খামকা গেল?

মিত্তির। কত টাকা? কি হিসেবে দিয়েছেন?

অক্ষয়। এই দেখুন না কনট্রাক্ট আর রসিদ। (কাগজপত্র দেখাইল)

মিত্তির। এত আপনি ফেঁসেছেন। এ কনট্রাক্টে ওদের তো কিছু করা যাবে না। (ভাবিয়া) তবে হ্যাঁ—হতে পারে, তারও রাস্তা আছে। একেবারে মাথা খেয়ে দিতে পারি, তখন টাকা ফেরৎ দেবার পথ পাবে না।

অক্ষয়। দেখুন স্যর দয়া ক'রে, কি ক'রে আদায় হয়।

মিত্তির। অল্‌রাইট—আজই নালিশ ঠুকছি। তাহ'লে স্ট্যাম্পের টাকা, মুহুরীর ফি, আর আমার ফি সব দিয়ে দিন।

অক্ষয়। কত?

মিত্তির। শ' চারেক।

অক্ষয়। বড্ড বেশি হচ্ছে না?

মিত্তির। তাহ'লে যান, পাঁচ সিকেতে বটতলায় যারা বসে থাকে তাদের কাছে—হেরে ভূত হয়ে আসবেন।

অক্ষয়। আচ্ছা নিন (টাকা দিল)।

মিত্তির। আমি আশ্রমে চললুম তাহ'লে—আপনার কেসটা স্টাডি ক'রে নিই।

অক্ষয়। মশায়ের নাম?

মিত্তির। চিন্ময়-হরি-নারায়ণ মিত্তির, ডি ডি এল্‌, ডবল্‌ ডক্টর অফ্‌ ল। পাটনা ও কলকাতা। ঐ রে! (এক-বৃদ্ধকে দেখিয়াই স্বস্থানে পলাইল)

[বৃদ্ধ ধাক্কা হালদারকে দেখিয়া মিত্তির ভয়ে ভয়ে দ্রুত প্রস্থান করিল। ধাক্কা যেন তাহাকে প্যাঁচে ফেলিবে এইভাবে তাহার যাওয়ার প্রতি লক্ষ্য করিল। সে চলিয়া যাইতে অক্ষয়ের দিকে চাহিয়া]

ধাক্কা। ও বাঁদরটা এসেছিল কেন হে ?

অক্ষয়। ভদ্দর লোককে বাঁদর বলছেন কেন মশাই ? উনি আমার উকীল।

ধাক্কা। উকীল না তোমার মাথা—তাই কোর্ট থেকে দূর ক'রে দিয়েছে। মক্কেলের স্ট্যাম্পের টাকা মেরে মেরে এখন আশ্রমে এসে লুকিয়ে বসে আছে, জান ?

অক্ষয়। এ্যাঁ! (কাঁদ-কাঁদ ভাবে) বলেন কি। আমি যে—

ধাক্কা। (রাগিয়া) মরেছ তো। বেশ হয়েছে। তোমাদের মরাই ভাল। একটা বোকা পাঁটা, জংলী গাধা তুমি !

অক্ষয়। দেখুন মশাই, গাল দেবেন না—আপনি কে ?

ধাক্কা। চোপরাও ! মুখের ওপর ফের কথা ? দোব ফাটকে পুরে—ইয়ার্কি বার ক'রে দোব। (গোবর্দ্ধনের প্রবেশ)

গোবর্দ্ধন। বাবু (হঠাৎ ধাক্কাকে দেখিয়া বিস্ময়ে) ওমা, দুর্ব্বাসা আশ্রম থেকে তুমি বেরিয়ে পড়লে কি ক'রে ? দেওয়াল ফেটেছে বুঝি ?

ধাক্কা। (খিঁচাইয়া) হ্যাঁ ফেটেছে—এবার তোদের মাথা ফাটাবো। (গোবর্দ্ধনের প্রস্থান) আমাদের ঘরে ক্রমাগত এত লোক পুরছো যে দাঁড়াবার জিরোবার জায়গা নেই। পাজী বদ্‌মায়েশ কোথাকার।

(গোবর্দ্ধন চট্ করিয়া নেপথ্যে গিয়া চিৎকার করিয়া কাঁসর বাজাইতে বাজাইতে বলিতে লাগিল।)

গোবর্দ্ধন। ম্যানেজার বাবু—ম্যানেজার বাবু, ছুব্বাসাদের দেওয়াল ফেটেছে, শিগ্‌গির আসুন। (কাঁসরের শব্দ)

[ম্যানেজার মালকোঁচা আঁটিয়া একটি খাঁড়া হাতে লইয়া প্রবেশ করিল —পিছনে কাঁসর হাতে গোবর্দ্ধন]

ম্যানেজার। (চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া ধাক্কার প্রতি) যাও, যাও আশ্রমে।

ধাবকা। (চিৎকার করিয়া) কভি নেহি জায়গা !

ম্যানেজার। তবে রে ! (খাঁড়া তুলিতে পলাইল)

ম্যানেজার। গোবর্দ্ধন—মিস্ত্রিকে শিগ্‌গির ডেকে আন— দেওয়াল সারাক্ ! (গোবর্দ্ধনের প্রস্থান)

অক্ষয়। এ কোথায় আমায় আনলেন বলুন তো ?

ম্যানেজার। (সহাস্যে) এটা একটা এক্‌সিডেন্ট্ অক্ষয়বাবু ! এখানে যারা থাকে তারা খুব অমায়িক লোক—আজ পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে কোন কমপ্লেন শুনিনি।

অক্ষয়। তা শোনেন নি, কিন্তু—

ম্যানেজার। আমি বুঝেছি—ঐ ধাক্কা হালদারের কথা বলবেন তো ? আমি জানি ওর স্বভাব—লোককে গাল না দিয়ে কথা কইতে পারে না। সেটা কি জানেন— অব্যেসের দোষ। একত্রিশ বছর ও পুলিশে কাজ করেছে—পৃথিবীর সবাইকেই ও আসামী ছাড়া ভাবতে পারে না।

অক্ষয়। ওর কথা ছেড়ে দিন কিন্তু আর যারা—

ম্যানেজার। তারা অমায়িক অক্ষয়বাবু—আপনি বুদ্ধিমান লোক, নিশ্চয় বোঝেন। আসুন—বাইরে কথাবার্তা হবে।

[অক্ষয় কাঁচুমাচু মুখে আগাইয়া চলিল, পিছনে ম্যানেজার মিলিটারি মেজাজে খাঁড়াটি বন্দুকের মত কাঁধে রাখিয়া অগ্রসর হইল। অক্ষয় সহসা পিছন ফিরিয়া ম্যানেজারের ঐ মূর্তি দেখিয়া সভয়ে ছুটিয়া পলাইল।]

—— বিরতি ——

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ঘরের বাইরে

অক্ষয়, ম্যানেজার ও গোবর্দ্ধন আসিল

ম্যানেজার। আপনারই বোকামী—কনট্রাক্ট করলেন কেন?

অক্ষয়। আপনি বললেন, 'অমায়িক' লোক—

ম্যানেজার। আমি অমায়িক পর্যন্ত বলেছি. তার বেশী কিছু বলেছি ওদের সম্বন্ধে?

গোবর্দ্ধন। আমি কিন্তু বরাবর—

ম্যানেজার। তুই থাম্। বোকামী করেছেন অক্ষয়বাবু নিজে—টাকা সঙ্গে আছে এ কাউকে আজকাল জানতে দিতে আছে? জানতে পারলে বাড়ির ছেলেপুলে মায় পরিবারও সর্বস্ব কেড়ে নেয়—এটা তো জানেন? তবে?

অক্ষয়। হ্যাঁ, ভুল হয়ে গিয়েছে বটে।

ম্যানেজার। যাক্, তার তো আর চারা নেই—বাকী যা আছে আমার কাছে জমা রাখুন—যাবার সময়···

গোবর্দ্ধন। ও বাবা!

ম্যানেজার। তুই চুপ্ কর্, দিন। (অক্ষয় গেঁজেটি তুলিয়া হাতে দিল) এ একেবারে রিজার্ভব্যাঙ্কে রয়ে গেল। এবার যান পাঁচ মেশালি ঘরে—স্ফূর্তির জায়গা—ঘুরে আসুন।

অক্ষয়। সেটা আবার কি?

ম্যানে। সে খুব ভাল ঘর মশাই···পাঁচ রকমের লোক আছে—সর্বদা **Variety entertainment** হচ্ছে।

অক্ষয়। মানে ?

ম্যানে। মানে বিচিত্র অনুষ্ঠান···যা দেখবার জন্যে রোজ লোকে টিকিট কেটে জায়গা পায়না। খুব আমোদে থাকবেন।

অক্ষয়। কিন্তু সে জায়গায় গিয়ে কি সুবিধে হবে ?

ম্যানে। কি বলছেন মশায়, স্পেশাল কেস ছাড়া সেখানে যাকে-তাকে আমরা ঢুকতেই দিই না। দুনিয়ার সব রকমের স্যাম্পেল আমরা সেখানে ভরে রেখেছি। গাইয়ে, বাজিয়ে, নাচিয়ে, রুগী, বস্তি, সমালোচক, আরও কত কি।

অক্ষয়। অর্থাৎ—

ম্যানে। অর্থাৎ, শুধু আনন্দ···শুধু স্ফূর্তি······অভাবনীয় সম্মেলন এমনটি আর কোথাও হয়নি—হবেনা—হতে পারে না। গোবর্দ্ধন।

গোবর্দ্ধন। কি বলছেন ?

ম্যানে। বাবুকে ৪৮ নম্বরে পাচার ক'রে এসো।

গোবর্দ্ধন। কিন্তু সেখানে যে ভয়ানক গোলমাল।

ম্যানে। (কথা কেড়ে নিয়ে ও ধমক দিয়া) ও কিছু নয়, তোমার মাথার গোলমাল···যা বলছি কর। কেউ বেশি বাড়াবাড়ি করলে সাইরেন বাজিও, আমি নিচে থেকে ছুটে যাব'খন। যান মশাই আমি চলি—অনেক কাজ। (প্রস্থান)

গোবর্দ্ধন। চলুন বাবু।

অক্ষয়। (কাঁচুমাচু ভাবে) তাইতো······

গোবর্দ্ধন। কি ভাবছেন বাবু ?

অক্ষয়। ভাবছি, এ কোথায় এলাম ?

গোবর্দ্ধন। খুব ভাল জায়গায় এসেছেন বাবু···এখন ভালয় ভালয় আবার ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যেতে পারেন তা হ'লেই ভাল।

অক্ষয়। (বিস্মিতভাবে) সে কি হে ?

গোবর্দ্ধন। আজ্ঞে ভয় নেই—প্রাণে মারবে না।

অক্ষয়। তার মানে ?

গোবর্দ্ধন। মানে কিছু নেই, এমনি একটা বললুম,···পাঁচ মিশিলি ঘর তো, পাঁচ রকমের নোক থাকে, একটু সাবধানে থাকবেন, এই আর কি।

অক্ষয়। সাবধানে থাকবো ? চোর-ডাকাত আছে নাকি ?

গোবর্দ্ধন। আজ্ঞে চোর আছে, ডাকাত নেই। ডাক্তারবাবু চিকিচ্ছে কচ্ছেন, তাই ডাকাতির অভ্যেস ছেড়ে এখন দু'একজন চুরি-চামারির অভ্যেসটা রেখেছে···তবে ভয় নেই···সে ঘরে ডাক্তারবাবু সবাইকে গোলমাল করলে ঘুম পাড়িয়ে রাখেন। একটা দেখবার জায়গা বাবু··· চলে আসুন।

অক্ষয়। ডাক্তারবাবু সেখানে কেন ?

গোবর্দ্ধন। তা না হলে অতগুলোকে সামলাবে কে বলুন ? সব কটাই যে····

অক্ষয়। পাগল ?

গোবর্দ্ধন। পাগল ঠিক নয়, একটু মাথার ছিটছাট আছে, তা

.আজকালকার বাজারে সেটা তো সব্বাইরই আছে, বরং ওটা না থাকলেই লোকে গাল মন্দ করে।

অক্ষয়। বুঝেছি. চল। যখন এসেছি তখন তো একটা ঘরে থাকতেই হবে।

গোবর্দ্ধন। ঘরে অস্থবিধে হয় পাশে বারান্দা আছে, বেরিয়ে যাবেন নয় ডাক্তারবাবুকে বলবেন, তিনি বাকী সবাইকে বারান্দায় ঠেলে দেবেন, নয় ঘুম পাড়িয়ে রাখবেন। আস্থন—

অক্ষয়। (দীর্ঘশ্বাস ফেলে) চলো,—মা, মুখ রেখো মা। মা, এবার যেখানে যাচ্ছি সেখানে গিয়ে যেন ' একটু স্বস্তি পাই।

পাঁচ মিশেলী ঘর

[ঘরের কোণে একটি টেবিল, তাহার উপর ডাক্তারের ব্যাগ— দু'খানি চেয়ার তাহার পাশে—সামনে সতরঞ্চি পাতা। ডাক্তার কেষ্টধন রুগীকে পরীক্ষা করছেন। হাতে একটা এলার্ম ঘড়ি। প্রকাণ্ড স্টেথেস্‌কোপ দিয়া বুক দেখিলেন।

কেষ্ট। হাঁ কর। (রোগী কথা না শুনিতে ডাক্তার গলার স্বর উচ্চ করিয়া পুনরায় বলিলেন) হাঁ কর।

রোগী। (মগা চটিয়া) আমার পেটটা মোচড় দিচ্ছে, আপনি অনবরত আমায় হাঁ করতে বলছেন। (চক্ষু পাকাইয়া)

কেষ্ট। দেখ, বেশি গোলমাল ক'রো না, ফের সেই ওষুধ চালাবো।

রোগী। (বিরক্ত ভাবে) ঢের হয়েছে···আর নয়। আপনার ওষুধের ঝাঁঝে এখনও পাঁচজন বারান্দায় গড়াগড়ি খাচ্ছে। আমার সবে একটু ঘোর কাটতেই পেটটা কি রকম ক'রে উঠলো তাই আপনাকে দেখাচ্ছি, নইলে—

কেষ্ট। (ব্যঙ্গভরে) নইলে কি কর্তে ?

রোগী। ঐ বারান্দা দিয়ে ঝাঁপ খেয়ে মরতুম।

কেষ্ট। (রাগতঃ স্বরে) হুঁ, বুঝেছি, তোমার এখনও রোগ সারেনি, আরও দাওয়াই দিতে হবে। (ধমক দিয়ে) হাঁ করবে কি না ?

রোগী। (চটিয়া) নিন (হাঁ করিল)।

কেষ্ট। (গম্ভীরভাবে) ঠ্যাং দেখি—জিভ দেখি। দু'হাত ফাঁক কর—এইবার ঐভাবে ঘরে একটু পায়চারি কর। দেখি, মাথাটা টলে কিনা? (রোগীর তথাকরণ)

(অক্ষয়বাবুকে লইয়া গোবর্দ্ধনের প্রবেশ)

অক্ষয়। কি সর্বনাশ! একি জিভ্ বার ক'রে মা কালীর রিহার্শেল দিচ্ছে ?

কেষ্ট। (ঘাড় ফিরাইয়া) কে ? নতুন লোক বুঝি ? দরজাটায় পা দিয়েই চমকে উঠলেন যে, বসুন। ওকে ভয় নেই। (রোগীর প্রতি) এই এখন একটু সতরঞ্চিতে শোও। (রোগী চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িল)

গোবর্দ্ধন। ডাক্তারবাবু, ইনি নতুন এসেছেন, কোথাও যেয়ে স্বস্তি পাচ্ছেন না, এঁকে একটু দেখবেন, নাম—অক্ষয়বাবু বড় ভাল লোক।

কেষ্ট। দেখবো বৈকি। তুমি যাও দরজায় ব্যাটারী চার্জ দিয়ে যাও, পালায় না যেন। নিন মশাই, এই চেয়ারে বসুন। তারপর আপনাকে পরীক্ষা কচ্ছি।

অক্ষয়। আমার তো কোন · ···

কেষ্ট। (চটিয়া) আঃ, আবার তর্ক করে···আপনার রোগ আমি দেখেই বুঝেছি।

অক্ষয়। না না, আমি রুগী নই, এখানকার একজন বোর্ডার।

কেষ্ট। রোগী না হলে কেউ এখানকার বোর্ডার হয় না। ভয় নেই, আমি সারিয়ে দোব। (অক্ষয় বসিল) আমার চোখের দিকে ভাল ক'রে চান তো।

অক্ষয়। কি আশ্চর্য। মশাই, আগে আমার কথাটা শুনুন ?

কেষ্ট। কথা শোনবার দরকার নেই। আমি একটা কথা বললেই সব বুঝতে পারি। মনস্তত্বের কারবার ক'রে ক'রে তবে আমি চিকিৎসা করি—হ্যাঁ।

অক্ষয়। ও আপনিই ডাক্তার বাবু ?

কেষ্ট। হ্যাঁ······

অক্ষয়। মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাশ করেছেন বুঝি ?

কেষ্ট। ওখানে কোনও মাথাওয়ালা লোক কস্মিনকালে পাশ করতে পারে না।

অক্ষয়। তাহ'লে ?

কেষ্ট। আমি ক্যালকাটা সাইকোপ্যাথোলজিক্যাল-ন্যাশন্যাল-আয়ুর্বেদিক-এণ্ড-অবধৌতিক্যাল স্কুল থেকে সাতবার ফেল ক'রে তবে বেরিয়ে এসেছি।

অক্ষয়। কি সর্বনাশ! আপনি পাশ না ক'রেই চিকিৎসা কচ্ছেন?

কেষ্ট। (খিঁচাইয়া) কেন? তাতে অসুবিধাটা কি হচ্ছে? ভাবছেন তাহ'লে আমি কি জানি? আমি সব জানি। ডাক্তারেরা যে কিছু জানে না এইটে জানতেই আমার এগার বছর সময় নষ্ট হয়েছে।

অক্ষয়। ওঃ। ওয়াণ্ডারফুল! আপনি আমায় একটা নূতন কথা শোনালেন আজ। মশায়ের নাম?

কেষ্ট। কি দরকার?

অক্ষয়। আজ্ঞে, এ মেস থেকে বাইরে গিয়ে বন্ধুবান্ধবের কাছে বললে পাঁচটা কল দিতে পারে।

কেষ্ট। (সহাস্যে) সত্যি? আপনি ভালো লোক অক্ষয়বাবু। আপনাকে আর তাহ'লে অজ্ঞান ক'রে ফেলতে হবে না। আপনার ভেতরটা আমি দেখতে পেয়েছি, আপনি সেরে গেছেন ধরে নিন্। আমার নাম জিজ্ঞাসা কচ্ছিলেন না?

অক্ষয়। হ্যাঁ।

কেষ্ট। আমার নাম ডাঃ কেষ্টধন পোদ্দার—ডি-ডি-টি।

অক্ষয়। (চমকাইয়া), ডি ডি-টি। তাতে তো পোকা-মাকড় মরে।

কেষ্ট। ঠিক, আমার ব্যবস্থাতেও লোকের মাথার পোকা সাবাড় হয়ে যায় কিন্তু সত্যিকারের যেসব মানুষের মগজের ঘিলু ভেজাল নয়, সে সব ঠিক থাকে। আজকালকার লোকের মাথার ঘি-সব এড্যাল্‌টারেটেড্ হয়ে গেছে কিনা।

অক্ষয়। আমার অবস্থা কি দেখছেন ?

কেষ্ট। ঢোকবার সময় খারাপ দেখেছিলাম কিন্তু এ ঘরে আসতেই আপনি ঠিক হয়ে গেছেন। হতেই হবে, আমার চাউনীতে ম্যাগনেটিক ফোর্স আছে—ছোটখাট রোগ দেখলেই সেরে যায়।

অক্ষয়। কিন্তু আমার যেন রোগ হবার উপক্রম হচ্ছে এখানে এসে।

কেষ্ট। ওটা মনের ভুল—অবশ্য এটাও একটা রোগ। শরীরটা ম্যাজ-ম্যাজ করে তো ?

অক্ষয়। শরীর ঠিক আছে কিন্তু চতুর্দিকের ব্যাপার দেখে মনটা……

কেষ্ট। বুঝেছি, আপনার যা হয়েছে তার নাম মেলাঙ্কো ম্যাগনোলিয়া।

অক্ষয়। কি বললেন ?

কেষ্ট। মেলাঙ্কো ম্যাগনোলিয়া। একটু স্ফূর্তির দরকার। আমি ওষুধ দেব, একটু বসুন, বারান্দায় যে-কটা রুগী আছে ওদের বোধ হয় জ্ঞান ফিরে আসছে, পাঁচ সাত মিনিট বিশ্রাম করিয়েই আবার অজ্ঞান করবো, তারপর আপনাকে নিয়ে পড়বো।

রোগী। আমি এবার উঠবো ?

কেষ্ট। চোপরাও। (ডি ডি টি স্প্রে দিলেন, পুনরায় স্বস্থানে ফিরিয়া সহাস্যে) অজ্ঞান ক'রে এলুম, বুঝছেন না।

অক্ষয়। আপনি কি অজ্ঞান করিয়ে-করিয়ে চিকিৎসা করেন নাকি ?

কেষ্ট। এ ছাড়া উপায় নেই। সমস্ত ডাক্তারী শাস্ত্রে যদি কোনও ভদ্রলোকের মত ওষুধ বেরিয়ে থাকে তো এই। স্রেফ্ এটা ঢাল আর লোকের নাকের কাছে ফোঁস ফোঁস কর। পৃথিবীর সব গোলমাল থেমে যাবে। আমার থিওরি কি জানেন ?

অক্ষয়। কি ?

কেষ্ট। জগতে প্রত্যেক ব্যাটা মহাজ্ঞানী হয়ে উঠেছে—এরই জন্যে আজ সংসারে এত গোলমাল। সব কটাকে অচৈতন্য ক'রে বছর দুয়েক ফেলে রাখ, তারপর যদি একটু সুস্থ হয়।

অক্ষয়। সে কি মশাই ?

কেষ্ট। যা বলছি তা খাঁটি কথা। এই যে লোকটিকে চিৎ ক'রে ফেলে রেখে এলুম, ওর হিস্ট্রি জানেন ?

অক্ষয়। আজ্ঞে না।

কেষ্ট। যুদ্ধের বাজারে আশি লক্ষ টাকা ব্যবসায় লাভ করেছে, তবু দেশের লোকের দিকে দেখেনি—ইনকামট্যাক্স ফাঁকি দিয়েছে—গভর্ণমেণ্ট কিছু করতে পারেনি কিন্তু তবু ওর লোভ কমেনি—বিদেশে মাল চালানের চোরাকারবার শুরু করে—ধরা পড়ে জেলে যায়—সেখানে গিয়েও পকেট মারতে শুরু করলে, তারপর কোন রকমে খালাস পেয়ে বেরিয়ে এসেছে।

অক্ষয়। সাংঘাতিক লোক তো ?

কেষ্ট। তাহ'লে এর ওষুধ কি দোব ? ব্যাটার জ্ঞান থাকলেই দুষ্কার্য করবে, এমন লোভী। অতএব ওকে অজ্ঞান ক'রে রাখাই প্রশস্ত। তাছাড়া দুটো হাত সর্বদা ফাঁক ক'রে রাখার ব্যবস্থা করছি যাতে ও অভ্যেশটা যায়।

অক্ষয়। সেটা কি ক'রে যাবে ?

কেষ্ট। যাবে…ঠিক যাবে। হাত ঝুলিয়ে রাখলেই পকেট মারার সুবিধে। কিন্তু চিতিয়ে রাখলেই চট ক'রে ব্যবহার করতে পারবে না। বরং ওর পকেট এবার পাঁচজনে মারতে পারবে।

অক্ষয়। বটে।

কেষ্ট। হ্যাঁ—বলে এই ক'রে একটা আদালত উঠিয়ে দিয়ে এলুম।

অক্ষয়। আদালত উঠালেন মানে ?

কেষ্ট। নবীনপুর গাঁয়ে মশাই কোর্ট বসলো, আর অমনি উকিলের ভিড় শুরু হলো। লোককে চিমটি কেটে কেটে উকীলবাবুরা মামলা বাধাতে লাগলেন—আমি তখন সেখানে প্র্যাকটিস্ করি। সবাই আমার কাছে কেঁদে পড়লো, শেষে মাস ছয়েক সব কটা উকীলবাবুকে অজ্ঞান ক'রে রাখি, ব্যস্ সমস্ত মামলা আপোষে মিটমাট হয়ে গেল, আদালত চলে না, শেষ পর্যন্ত গভর্নমেণ্ট সেটা উঠিয়ে দিলে।

অক্ষয়। তা এ ব্যবস্থাটা মন্দ নয়।

কেষ্ট। এই ব্যবস্থাই চরম ব্যবস্থা। সেটা ঠিক কিনা, একটু এখানে বসলেই বুঝতে পারবেন। আমার রুগীদের বিশ্রামের টাইম ফিরে এল। আমি সব পাঠিয়ে দিচ্ছি …দেখুন। (প্রস্থান)

অক্ষয়। ওঃ, মাথাটা ধরে গেল সবার কাণ্ডকারখানা দেখে— কিছু বলবাব জো নেই, যা ডাক্তার—এখুনি হয়তো আবার অজ্ঞান করবে। এ আচ্ছা মেসে ঢুকে পড়েছিলুম রে বাবা—পরমেশ্বর জানেন কত তুর্ভোগ আরও আছে।

(তর্ক করিতে করিতে তুই গায়কের প্রবেশ)

বৈঠ-গা। এই তো সামনে লোক বসে রয়েছে। তুই জিজ্ঞেস কর্ যে খাঁটী রাগ সঙ্গীতের কাছে ঐ সব তোদের ফচ্‌কেদের গান দাঁড়ায় কিনা। (অক্ষয়ের প্রতি) কি মশাই ?

অক্ষয়। আজ্ঞে আমায় বলছেন ? আমি গান-টান বিশেষ বুঝি না।

বৈঠ-গা। গান না বুঝুন বলি রাগ বোঝেন তো ? আচ্ছা, ভীমপলশ্রীর সঙ্গে তুই যে পুরিয়া ধানেশ্রী মেশালি, এটার হিসেব দে, কি ক'রে হয় ?

নবীন গায়ক। আরে মশাই, আধুনিক গানে সব মেশে আপনি বোঝেন না, শুধু চেঁচান। বলে আজকালকার মেয়েছেলে মিশে সব একাকার হয়ে যাচ্ছে তার আবার আধুনিক। এই যে মালকোষের সঙ্গে খানিকটা বারোঁয়া মিশিয়ে দিলুম তাতে সুরের যা জৌলষ ফুটলো তা শুনে লোকে অবাক।

বৈঠ-গা। কিন্তু তোর মালকোষ যে সঙ্গে সঙ্গে বারকোষ হয়ে গেল। সেটা তো বুঝলি না রে হতভাগা।

নবীন-গা। আমার অত বুঝে দরকার নেই।

বৈঠ-গা। (ভেংচাইয়া) তা বুঝবে কেন? ফাঁকি মেরে ইস্কুল আর কলেজের মেয়েদের মন মজানো গান শিখেছো—আর তাদের শিখিয়ে বেড়াচ্ছো। আর আমাদের রোজ সকালে তিনঘণ্টা আর রাত্তিরে তিনঘণ্টা ঘেমে নেয়ে কসরৎ করতে হয়।

নবীন-গা। (ব্যঙ্গ স্বরে) কসরৎ না কুস্তি?

বৈঠ-গা। কি বল্লি?

নবীন-গা। বল্লুম কুস্তি।··ওস্তাদী গান আমরাও বুঝি না-বুঝি শুনেছি··তাতে প্রাণ জুড়িয়ে যায়, গানের ওপর ভক্তি হয় কিন্তু আপনাদের মত বাজখেঁয়ে ওস্তাদদের গান শুনলে ধোপা-পাড়া থেকে সবাই তেড়ে আসে।

বৈঠ-গা। মুখ সামলে কথা বলবি নব্‌নে।

নবীন-গা। আপনি নিজেই বোসামাল হয়ে পড়ছেন আগে।

বৈঠ-গা (অক্ষয়কে) দেখলেন তো মশাই, আপনি সাক্ষী, আপনি বলুন ও আমায় অপমান করেছে কি না?

অক্ষয়। আমায় আর এর ভেতর টানাটানি কচ্ছেন কেন?

বৈঠ-গা। (রাগিয়া) না-না, ও আমায় যে কথাটা বললে সেটা অপমানজনক নয় বলে মনে করেন?

অক্ষয়। আজ্ঞে, আপনি সেভাবে নিচ্ছেন কেন? উনি তো পাঁচজনের আসার কথা বললেন··মুগ্ধ হয়েও তো তাঁরা ছুটে আসতে পারেন?

বৈঠ-গা। (ভেংচাইয়া) এজ্ঞে না, এসব গানের সমঝদার অত সহজে জোটে না, অত চট্ ক'রে মুগ্ধ হবার গান আমরা গাই না! এ মুগ্ধবোধ ব্যাকারণের চেয়েও কড়া, বুঝতে মেহনৎ লাগে। বলে, আমাদের পাশের বাড়িতে ছোট আদালতে ইজেক্টমেণ্ট সুট্ ক'রে তিনঘর ভাড়াটে তুলতে পারলেনা—তিনদিন ছুটি তেলক কামোদ আর চৌতাল ছাড়লুম, পপ্পড়িয়ে বিছানা বালিশ নিয়ে সবাই পালাল।

অক্ষয়। আপনারা গুণী লোক, সবাই তো আর বোঝেনা।

নবীন-গা। গুণী কি খুনী গান শুনে আপনি বিচার করুন।

বৈঠ-গা। হ্যাঁ করুন—

(বিকট ভঙ্গীতে ওস্তাদী গান)

বৈঠ-গা—   (গান)

তেরে তাক্ তুম তা আ য়া
মাথা আ যা তা যা তা য়া
আগে বারে যা (হাঁ) [সোম দিতে লাগিল]
যা আ-আ-আ-আ-আ (গিটকিরি)
তেরে লাং তুম তা যা যা
হির রি রি রি রি রি রি রি
মা গা মা পা ধা পা পা গা

(অক্ষয়কে লইয়া যেন হাড়ু-ডু খেলিতে লাগিল—শেষে তাড়া করিয়া এক কোণ ঠাসা করিয়া ফেলিল)

অক্ষয়। (করজোড়ে) রক্ষে করুন।

বৈঠকী-গা। (হাঁপাইতে হাঁপাইতে হাসিয়া কপালের ঘাম হাত দিয়া মাটিতে ঝাড়িয়া ফেলিল) দেখুন, ঘাম ঝরছে।

অক্ষয়। আমার সর্দি-গর্মী হবার উপক্রম হয়েছে।

নবীন গা। আমি আপনাকে ঠাণ্ডা করছি—এ তেরে তাক গান নয় মশাই—এ একেবারে আধুনিক গান, এর যেমন বাণী তেমনি সুর—তিনজন ফিল্ম ডাইরেক্টর এই গান শুনে আমাকে music ডিরেক্টর করার জন্য সাধাসাধি করছে। শুনবেন ?

অক্ষয়। অগত্যা।

(ফিল্ম গানের সুরে)

নবীন-গা। বাঁশ ঝাড়ে বল কোন কাজে
তুমি এসেছিলে বঁধু সাঁঝে ?
হেথা এসে কর কেন কানাকাণি ?
তার চেয়ে ধর বঁধু দুটি পানি।
যদি ভাল বেসে থাক মনে
চল তবে যাই দোঁহে বনে
সেখানেতে গিয়ে খেলি আনিমানি।
এখানেতে সব্বাই করবে ধাওয়া
দুজনকে সেখানেতে যাবে না পাওয়া
এখানে থাকলে হবে জানাজানি।

বৈঠকী-গা। তুই এগান আর কাছা-কোঁচা এঁটে গাসনি—শাড়ী পর, বেণী রাখ্—হাঁ—।

(নাচেব মাস্টারের ঘুঙুর পরিয়া প্রবেশ)

না-মাস্টা। এই যে তোরা এখানে? তোদের জ্ঞান কটায় ফিরে এসেছিলরে—আমায় ফেলে—পালিয়ে এলি যে বড়? (অক্ষয়কে দেখিয়া হাসিয়া) আপনি? ফিল্ম ডাইরেক্টর? (অজন্তা ভঙ্গিতে নমস্কার করিল)

অক্ষয়। আজ্ঞে না। আমি একজন নতুন লোক।

না-মাস্টা। ও তা ভালই হয়েছে। তা এখানে কটা—পাগলের সঙ্গে বসে আছেন কেন?

বৈঠকী-গা। (রাগিয়া) কি বল্লি? আমরা পাগল? তোর জ্ঞান বিদ্যে তো জানতে আর আমাদের বাকী নেইরে—শুধু ধেই ধেই ক'রে নেচে বেড়াচ্ছিস্।

না-মাস্টা। শুধু আমি নাচি? আচ্ছা, তুই দেখাদেখি এই আর্ট (ওরিয়েণ্টাল নৃত্য)—স্রেফ্ ছবি।

বৈঠকী গা। ও তো অলিতে-গলিতে কয়লা-ঠেলা নাচ সবাই দেখাচ্ছে, কি বলেন মশাই?

অক্ষয়। আমার আর কিছু বলবার নেই।

বৈঠকী-গা। আচ্ছা, আমি দুটো বোল বলি দেখা দেখি, পায়ে তাল, তবে বুঝবো তুই একটা মরদ—

না-মাস্টা। বল।

বৈঠকী-গা। মশাই, (অক্ষয়কে) আপনি তাল গুণে যান। (অক্ষয় ভীতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল) (বোল)—তা-ধিন্-ধিন-তা-ধিন্-তানা-তিন্ তা-তুম্ তেরে কেটে-তাং কড়াংতা-ধা-............পড়াং পড়াং ইত্যাদি।

(নৃত্যের মাস্টার কথক নৃত্য নাচিয়া দিল)

(অক্ষয় উভয়ের মধ্যে পড়িল। একবার সোমের মাথায় বৈঠকী গায়ক তাহাকে চাঁটি মারে আবার নৃত্য বিশারদ সোমের মাথায় হাত ছোঁড়ে, সে অস্থির হইয়া উঠিল)

বৈঠকী গা। দেখলেন কত ভুল চাল দিলে ?

অক্ষয়। আমায় ছেড়ে দিন, আমি বেভ্যুল হয়ে যাচ্ছি।

না-মাস্টা। আচ্ছা, তবলা বলুক কোথায় বেঠিক তাল দিচ্ছি— লাগাও বোল।

(পুনরায় আর একটি বোল বলিল—কথক নাচ হইল)

নবীন-গা। আচ্ছা, আমার গানের সঙ্গে লাগাও দেখি (আধুনিক গান ধরিল)

বৈঠকী-গা। না, আমার গানের সঙ্গে (কালোয়াতী গান ধরিল)

(ইতিমধ্যে কথক ও উদয় শঙ্করী নৃত্য যুগপৎ শুরু হইল। চিৎকারে রোগী জাগিয়া উঠিয়া অক্ষয়ের পাশে গিয়া তাহার পকেট মারিল। নাচিয়ে একবার আধুনিক গায়কের সামনে ওরিয়েণ্টাল নৃত্য একবার কালোয়াতী গায়কের কাছে কথক নৃত্য শুরু করিল। শেষে অক্ষয়ের গলা পাকড়াইয়া হর-গৌরীর পোজে দাঁড়াইল)

অক্ষয়। ডাক্তারবাবু, ডাক্তারবাবু বাঁচান—বাঁচান, ওষুধ, ওষুধ।

(ডাক্তারের প্রবেশ)

এই যে এসেছেন, শিগ্‌গির আপনার ওষুধ বার করুন মশাই, হয় আমাকে অজ্ঞান করুন নয় এঁদের—নইলে তো বাঁচিনা।

ডাক্তার। দাঁড়ান ঠাণ্ডা কর্‌ছি—Halt

(সবাই চুপ করিয়া দাঁড়াইল—ডাক্তার পিচকারি চালাইয়া ওষুধ

শোঁকাইয়া সকলকে ঘাড় ধরিয়া ধরিয়া ফ্ল্যাট করিলেন)—অক্ষয়ের কাছে আসিয়া সহাস্যে) বুঝলেন তো, আমার ওষুধই এদেশের চিকিৎসার শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা কি না ?

অক্ষয়। খুব বুঝেছি এবার একটু আমায় ছেড়ে দিন বাইরে গিয়ে হাঁফ ছেড়ে আসি।

ডাক্তার। বারান্দায় যাবেন ?

অক্ষয়। আজ্ঞে না একেবারে চৌকাঠের বাইরে।

ডাক্তার। বেশ। গোবর্দ্ধন। (গোবর্দ্ধনের প্রবেশ)

গোবর্দ্ধন। এই যে হয়েছে ?

অক্ষয়। খুব হয়েছে বাবা এখন বার ক'রে নিয়ে চল।

ডাক্তার। দরজার ব্যাটারী বন্ধ কর।

গোবর্দ্ধন। সে আর বন্ধ করতে হবেনি নাচের চোটে তার-ফার সর্বস্ব খুলে গেছে। আসুন—

(গোবর্দ্ধনের অক্ষয়ের সহিত প্রস্থান)

(ডাক্তারবাবু তাড়াতাড়ি সবার পকেট চাপড়াইয়া দেখিলেন—কিছু নাই। শেষে রোগীর পকেট হাতড়াইয়া ব্যাগ বাহির করিলেন)

ডাক্তার। দেখেছ। ঠিক মেরেচে। যাক্, এ-বেটা তবু কাজের, আর ওগুলো যাকে বলে একেবারে—ভট্ (নিজে ব্যাগটি পকেটে পুরিলেন)

তৃতীয় দৃশ্য

ম্যানেজারের ঘরের বাহির

অক্ষয়। বাবা গোবর্দ্ধন, আর তো পারিনা আমার পয়সা যা গেছে গেছে—আর নয়।

গোবর্দ্ধন। আপনার যে কোন ঘর পছন্দ হচ্ছে না, কত রকম তো দেখলেন?

অক্ষয়। আর আমার ঘরে থাকবার ইচ্ছে নেই বাবা তুমি বাইরেতেই একটা চৌকি পেতে দাও, সেইখানেই একটা দিন থেকে রওনা দোব।

গোবর্দ্ধন। না বাবু, এখানে ঘরে তবু নিশ্চিন্দি থাকবেন। বাইরে থাকলে কি একটা আবার হয়ে যাবে।

অক্ষয়। কেন বাইরে আবার কি হবে? সেখানে তো আর লোকজন নেই।

গোবর্দ্ধন। নেই? কে বল্‌লে আপনাকে? পনের জন আল্‌সে ভাড়া নিয়ে শুয়ে থাকে।

অক্ষয়। আল্‌সেটা পর্যন্ত ভাড়া চলছে?

গোবর্দ্ধন। বলি কলকাতায় আর খালি বাড়ি আছে? এখন একটা বটগাছ ভাড়া পেলে লোকে সেখানে বাসা বেঁধে থাকে। ঐ দেখুন দু'জন আল্‌সে থেকে নেমে এসেছে, আপনি একটু দাঁড়ান তো, ম্যানেজারবাবুকে বলে আসি—ওদের তো এখন নামবার কথা নয়।

(গোবর্দ্ধনের প্রস্থান—দুইজন লোকের প্রবেশ)

হলধর। দেখে নোব—সব ব্যাটাকে দেখে নোব—এবারে ইলেকশানটা আসুক না, দেখি কোন পার্টি জেতে?

গোবিন্দ। কেন, তোমার পার্টিই তো রাজত্ব করছে।

হলধর। তাতে আমার কি? আমার লাভটা কি হল? বলে জন্ম ভোর শুধু জেল খেটে এলুম এখন একটা ভাল দেখে চাকরি পর্যন্ত আমায় দিলে না? এমন পার্টির মাথায় মার ঝাড়ু!

গোবিন্দ। তা হ'লে কি করবে?

হলধর। বিদ্রোহ করবো। দেশে আগুন জ্বালাবো, দেশ ছারখার ক'রে দোব।

গোবিন্দ। কিন্তু পেরে উঠ্‌বি কি?

হলধর। কেন, পারবো না কেন?

গোবিন্দ। পারবি হয়তো, কিন্তু একটা পলিসি করতে হবে, শোন্, তোকে চুপি চুপি বলি। (হঠাৎ অক্ষয়কে দেখে) এঁ্যা, এখানেও এসেছ?

অক্ষয়। মানে?

গোবিন্দ। তুমি কে আমরা জানি না ভাবছো? ইংরেজ আমলে জ্বালিয়েছ, এখন আবার স্বদেশী আমলেও চাকরি ছাড়নি?

অক্ষয়। কি বলছেন কি? (গোবিন্দ অক্ষয়ের বামপাশে গিয়া দাঁড়াইল)

হলধর। বলছি, আমরা তোমায় চিনি, সরে পড়, নইলে আল্‌সেতে উঠিয়ে চ্যাংদোলা ক'রে নিচে ফেলে দেবো।

অক্ষয়। আরে মশাই, আপনারা যা ভাবছেন আমি তা নই— আমি এখানকার একজন বোর্ডার।

হলধর। ও ক্যাপিটালিস্ট, পয়সা আছে ?

অক্ষয়। কি ক'রে বুঝলেন ?

হলধর। বুঝলুম, ঘরে থাকা হয় বলে।

অক্ষয়। সেইটেই আমার অপরাধ ?

হলধর। আলবাৎ ! আমরা শোব আল্‌সেতে আর আপনারা শোবেন ঘরে ?

অক্ষয়। সবাইকেই আল্‌সেতে শুতে হবে ?

হলধর। নিশ্চয় ! ঘর আমরা ভাঙ্‌বোই।

অক্ষয়। কিন্তু তাহ'লে তো আল্‌সেও থাকবে না।

গোবিন্দ। হলধর, এ নির্ঘাৎ স্পাই !

অক্ষয়। (চটিয়া) আজ্ঞে না !

হলধর। বেশ, বিশ্বাস করলুম। আপনি কোন দলে ?

অক্ষয়। আমি দলাদলিতে নেই।

গোবিন্দ। তার মানে আপনি দেশকে ভালবাসেন না।

অক্ষয়। দলে না থাকলে বুঝি দেশকে ভালবাসা যায় না ?

গোবিন্দ। আজকাল যায় না।

অক্ষয়। কেন ?

গোবিন্দ। তাহ'লে দু'দলের লোকেই ঠ্যাঙাবে।

অক্ষয়। সে কি !

হলধর। আমরা আজ ঠ্যাঙাতেই বেরিয়েছি। আপনি আমাদের —আমাদের ফার্স্ট ভিক্‌টিম্।

অক্ষয়। রক্ষে করুন [হাত জোড় করিয়া] আমি চলি।

গোবিন্দ। যখন পেয়েছি তখন এমনি ছেড়ে দোবনা মানিক ! [সামনে দাঁড়াইল]

অক্ষয়। কি করতে চান্ কি ?

গোবিন্দ। ভাল কথাই বলছি কিছু সাহায্য করুন। (গোবিন্দ পকেট হইতে একটি টিনের চাঁদাব বাক্স বাহির করিয়া সম্মুখে ধরিল)

অক্ষয়। সাহায্য ?

হলধর। অর্থাৎ চাঁদা দিন, সে চাঁদা দেশেরই কাজে ব্যয় করব আমরা।

(অক্ষয় পকেট হাতড়াইয়া দেখিল ব্যাগ নেই)

অক্ষয়। (কাঁদ কাঁদ ভাবে) কি সর্বনাশ আমার ব্যাগ ! ব্যাগ কোথায় গেল !

গোবিন্দ। হাঃ হাঃ মারা গেছে তো ? হলধর।

হলধর। বেশ হয়েছে ! ঠিক আমাদেরই মত ! রিক্ত, সর্বস্বান্ত —ইনক্লাব জিন্দাবাদ !

(গদা হাতে ম্যানেজার ও গোবর্দ্ধনের প্রবেশ)

ম্যানে। তোমরা ফের আল্‌সে থেকে নেমেছ ? তোমাদের টাইম হয়েছে ?

হলধর। এই তো বিপ্লবের টাইম, ঘরে ঘরে হাহাকার, দলে দলে পকেট মার দেশে বেরিয়ে পড়েছে, তাইতো তড়াক ক'রে লাফিয়ে পড়েছে।

গোবর্দ্ধন। তোমরা তো জন্ম ভোরই নাপাচ্ছ এইবার একটু থির হও দেখি।

ম্যানে। তুই চুপ কর্। তোমরা ফিরে যাবে কিনা ?

হলধর। যদি না যাই।

ম্যানে। তাহ'লে তোমাদের আমি যা করবো তা পরে বুঝবে।

হলধর। আমরা বিদ্রোহী জেনে রেখ। অত চোখ-রাঙানী···।

গোবিন্দ। যাক্‌গে ছাড়ান দাও, ও বড় গোঁয়ার লোক, পট্‌ ক'রে মুগুর মেরে বসবে। আমরা পেরে উঠবো না। আল্‌সেতেই চলো গিয়ে বসি।

হলধর। তাই চল। (উভয়ের প্রস্থান)

অক্ষয়। ভাগ্যি আপনি এসে পড়লেন।

ম্যানে। আমি জানবেন সব সময় রেডি। একসিডেন্ট ঘটবার আগেই এসে পড়ি, তা আপনি বেরিয়ে এলেন কেন ওঘর থেকে ?

অক্ষয়। আর মশায়, বুঝে বুঝে যে সব ঘব দিচ্ছেন তাতে তো প্রাণ যায়। ঘরে ঢুকলে পকেট মারে, বাইরে বিপ্লবীদের হাতে মরতে বসি ; কোথায় যে যাবো আরতো ভেবে পাচ্ছিনা। ঘর-বার এখন আমার সব সমান। এবার আপনার হাতেই নিজেকে সঁপে দিলুম, আমাকে একটু লোকের ভীড় থেকে বাঁচান।

ম্যানে। 'তার মানে, আপনি একটু নির্জনে একা একা থাকতে চান, এই তো ?

অক্ষয়। আজ্ঞে হ্যাঁ !

ম্যানে। আচ্ছা এক কাজ করুন। (ভাবিয়া) নির্জন···খোলা জায়গা, খোলা জায়গা, হ্যাঁ—তেতলায় যাবেন, প্রীতি-মহলে ? বোধহয় জায়গাটা আপনার সুট করবে। আপনি কি আন্‌ম্যারেড, অবিবাহিত ?

অক্ষয়। হ্যাঁ।

ম্যানে। ওঃ! তাহ'লে আর দেখতে হবে না, ঠিক জায়গায় পাঠাচ্ছি। চাঁদেব আলো, দখিন হাওযা প্রাণ ভবে খেযে বাঁচবেন।

অক্ষয়। কোন অসুবিধা নেই তো?

ম্যানে। বিন্দুমাত্র নয। গোবর্দ্ধন।

গোবর্দ্ধন। (নেপথ্যে) আজ্ঞে।

ম্যানে। তেতালা, ৪৯নং ঘব। খালি আছে তো?

গোবর্দ্ধন। আজ্ঞে হ্যাঁ, সবই খালি, শুধু বিরূপাক্ষবাবু একটা চৌকিতে আছেন।

ম্যানে। যান মশাই, তেতালায একদম ফাঁকা, বিরূপাক্ষবাবু অতি সজ্জন লোক, উপবি উপবি তিনটী স্ত্রী মারা গেছেন, বেশ চুপচাপ থাকেন, আপনাব সঙ্গে ব'নবে ভাল।

অক্ষয়। তাই যাই।

(গোবর্দ্ধন আসিযা দাঁডাইতে অক্ষযবাবুর তাহার সহিত চলিয়া গেলেন)

চতুর্থ দৃশ্য

প্রীতি মহল—ছাতের ঘর

[বিরূপাক্ষ একটি চেযারে রূপার চশমা চোখে বসিযা। অক্ষয়বাবুর প্রবেশ। তিনি একটি চৌকিতে বসিলেন। খানিকক্ষণ কথা নাই। বিরূপাক্ষবাবু অক্ষয়কে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চশমার উপর দিয়া দেখিতে লাগিলেন। পরে বলিলেন]

বিরূপাক্ষ। মশয় কি নবাগত? আজ আইছেন?

অক্ষয়। আজ্ঞে হ্যাঁ, এখানে আর কেউ আছেন নাকি ?

বিরূপাক্ষ। (নিতান্ত গোবেচারার মত) আছিলেন, ছয়জন হাস-পাতালে গেছেন, তিনজন আলিপুর জেলে। আর আমি মশয় বর একলা পইরা গেছি। আপনি আইলেন, তবু একটা সঙ্গী পাওন গেল।

অক্ষয়। সে কি মশাই ? এখানে এলে এই রকম বিপদ ঘটে না কি ?

বিরূপাক্ষ। সেটা নির্ব্বর করে আপন গোর নিজের উপর। চাঁন্দের আলো, হাওয়া-বাতাস সইহ্য করা বর কঠিন মশয় ! এই গরম দেশ, যেই একটু ফুর ফুর করল, অমনি দেহে যেন যৌবনের জোয়ার আসলো। বলেন কথাডা সইত্য কিনা ?

অক্ষয়। কি জানি মশাই, ওসব বুঝিটুঝি না।

বিরূপাক্ষ। আপনি কি বিপত্নীক ?

অক্ষয়। আজ্ঞে না, আমি বিয়েই করিনি।

বিরূ। তবে তো মরছেন।

অক্ষয়। মরছি মানে ?

বিরূপাক্ষ। এহানে দুইদিন থাকেন, প্রাণ হির-হিরাইয়া উঠব। যদি ভাবটারে ছাপ্রেস করেন থাইসিস্ অইব। নয় একডা এমন কিছু করবেন যে সহরে আর মুখ দেখান যাইব না।

অক্ষয়। আপনি এসব কি বলছেন ? আমি তো মাথা মুণ্ডু কিছুই বুঝ্‌ছিনা।

বিরূপাক্ষ। বোঝবেন, বোঝবেন, দুই তিনটা দিন যাইতে দেন। বোঝবেন। (থামিয়া) মশয়, জীবনটারে আপনি একেবারে মাট্টি করছেন। জগতে এ জিনিস যে কি তা বোঝলেন না। বর দুঃখ লাগছে আপনার লাইগ্যা।

অক্ষয়। বুঝে তো থাইসিস্ হবে আর জেলে যেতে হবে।

বিরূ। মশয় তাতেও আনন্দ। আমাদের বাঙালির পেটে ভাত নেই। কিন্তু বুকে প্রেম আছে। বোমা—পরুক আর যাই হোক, প্রেমের হাতে ছারান নাই। (কাঁদ কাঁদ হইয়া) এই দেখেন, পরশ্বদিন একটা ছবি দেইখ্যা আইছি আইজো তার নায়িকারে শয়নে স্বপনে ভোলবার পারছি না। একবার যদি তারে কোন মতে পাইতাম তা অইলে (উচ্চৈঃস্বরে) বোমার সাম্‌নে বুক চিতাইয়া মরতে ডরাইতাম্ না। দেখেন্, তার কথা স্মরণ কইরা চোখে জল আসছে। সে যদি একবারও এই ব্যথাটা জান্‌বার পারত (কাঁদিয়া ফেলিলেন)

অক্ষয়। একি মশাই, কাঁদছেন কেন? তা তাঁকে—গিয়ে দেখা ক'রে একবার বলে দেখতে পারতেন। হয় তো—

বিরূ। আর মশয় সে দুঃখের কথা না কওনই ভাল। গেই ছিলাম। (সহজভাবে অথচ সকরুণ কণ্ঠে) কুত্তা লেলাইয়া দিল। ওরা ছায়ার লগে প্রেম করতে চায়, রক্ত মাংসের শরীর যাগো, তাগো আর ওদের পাওনের আশা নাই। আমি তো আর সইহ্য করতে পারি না মশয়—

(কাঁদ কাঁদ হইলেন)

অক্ষয়। তা আমি আর কি করতে পারি বলুন ?

বিরূ। (খানিকক্ষণ অক্ষয়কে দেখিয়া সহজভাবে) আপনার কেউ নাই ?

অক্ষয়। (চটিয়া) তার মানে ?

বিরূ। আহা কথাডা খারাপ ভাবে ধরবেন না। মানে, যদি কেউ ফেমিলিতে বিয়া দিবার মত থাকে, তাহ'লে আমি একবার চেষ্টা কইর‍্যা দেখতাম।

অক্ষয়। (আরও চটিয়া) আজ্ঞে না, আমি চলি· (উঠিলেন)

বিরূ। দারান, দারান, রাগ করছেন ? মরার উপর খাঁরার ঘা দিয়া কোন লাভ নাই। আমারও তো থাইসিস্ অইব। দুঃখের কথা কি বলি মশয়, পাশের বারি একটি বর সুন্দরী মাইয়া আছে। কতবার যে শিস্ দিয়া ডাক্‌ছি, তবু সারা দেয় না। পাচিলের ফাঁক দিয়া একবার উঁকি মাইরা দেইখ্যা আসেন আপনি। আপনি আর নিজেরে সামলাইতে পারবেন না। হয় তো লাফ্ দিয়া খুন খারাপি হইবেন। একটা চিঠি লিইখ্যা রাখছি জুত্‌মত দিবার তাল পাইতেছি না।

অক্ষয়। আপনি দেখছি অতি ইতর লোক।

বিরূ। ইতর সব হালাই। আমি শুধু মুখে কইয়া ফেলাই। (সহসা পাশের বাড়ির ছাতের দিকে চাহিয়া) মশয়, অয় ছাদে ওঠছে, তাকান, তাকান। দেই চিঠিটা এই ফাকে ছুরে।

(একটি কাগজ পাকাইয়া ছুঁড়িলেন)

অক্ষয়। আপনি তো মশাই সাংঘাতিক লোক। ছি, ছি, ছি,

পট ক'রে পাশের বাড়িতে একটা কাগজ ছুঁড়ে মেয়েটিকে মেরে দিলেন ?

বিরূ। আরে মশয়, ও কাগজ নয়, কাগজ নয়—ও আমার হৃদপিণ্ডেরে তাল পাকাইয়া মারছি—ও পরলে বোঝবে।

ক্ষেমঙ্করী। (পাশেব বাডীব ছাদ হইতে) কেরে, কেরে পোড়ার মুখো, কাগজেব গুলি পাকিয়ে আমায় মারলি ? খেংরে বিষ ঝেড়ে দোব না। এগিয়ে আয়। এগিয়ে আয় না হতচ্ছাড়া, দেখি মুরদ। ভাবছিস্ এটা মগের রাজত্ব ? যা খুশি করবি ? মেরে গাল তুব্ড়ে দোব না ? বেরিয়ে আয় না, সাহস যদি থাকে। না হলে আল্‌সে ডিঙ্গিয়ে আমি যাব বলছি—হ্যাঁ।

অক্ষয়। ছি, ছি, কি করলেন বলুন তো ? আমি এখন ছাদ দিয়ে নিচেই বা নাবি কি ক'রে ?

বিরূ। মশয়, সইত্যই যে আইল্‌সা পার হইয়া আইতে আছে। কারে মারতে গিয়া কারে মারলাম মশয়, আমি চলি।

(দৌড়াইবার উপক্রম)

অক্ষয়। আরে মশাই, আমি কি করি ?

বিরূ। পাছ্ পাছ্ দৌরাইয়া আসেন।

(দৌড়াইয়া ছাদে শিকল দিয়া বিরূপাক্ষের প্রস্থান। অক্ষয়বাবু দরজায় বৃথা ধাক্কা মারিতে লাগিলেন)

অক্ষয়। ও মশাই, কি সর্বনাশ, ছাতে শেকল দিয়ে গেলেন কেন ? ও মশাই—

(ক্ষেমঙ্করীর ঝাঁটা হস্তে প্রবেশ)

ক্ষেমঙ্করী। এই যে পোড়ার মুখো, তুই বুঝি পালাতে পারিস্

নি ? আমার হাতে বাঁচবি, এইনে—এইনে। (খ্যাংরা প্রহার, অক্ষয়বাবু লাফাইতে লাগিলেন)

অক্ষয়। ওরে বাপরে। গেছিরে।

ক্ষেমঙ্করী। রোজ রোজ দিদিমনি তাই আমায় বলে—মেস্ বাড়ীর ছোঁড়াগুলোর জ্বালায় ছাতে উঠবার জো নেই। গেরস্থর মেয়ে-ছেলের সঙ্গে কি ভাবে ব্যাভার করতে হয় জানিস না ? (খ্যাংরা প্রহার)

অক্ষয়। উঃ গিছি, গিছি, দোহাই, দোহাই, মালক্ষ্মী, আমি তোমার সন্তানের মত, এই নাকে কানে খত, আজই মেস ছাড়ছি, আর জীবনে আমায় দেখতে পাবে না।

ক্ষেম। সত্যি বলছিস ?

অক্ষয়। গুরুর দিব্যি। বাবা ঘন-দুর্বানন্দের নামে বলছি আর আমায় কখনও এবাড়ীতে দেখ্‌তে পাবে না।

ক্ষেম। মনে থাকে যেন—হ্যাঁ !

(অক্ষযবাবু দরজা ভাঙ্গিয়া দৌড়াইলেন)

পঞ্চম দৃশ্য

পথ

(চিদ্‌ঘনানন্দ চলিতে গিয়া অক্ষয়কে সম্মুখে দেখিলেন—
তিনি তাঁহার আগে আগে দৌড়াইতেছেন)

চিদ্। কে ? অক্ষয় না ? তুমিও পথে বেরিয়ে পড়েছ তা'হলে ?

অক্ষয়। (হাঁপাইতে হাঁপাইতে) হ্যাঁ।

চিদ্। হাঁপাচ্ছ কেন ?

অক্ষয়। ওঃ! যথেষ্ট শিক্ষা হয়ে গেছে গুরুদেব। ওঃ, ৪৯ নম্বরের মেসই বটে। বাব্বাঃ। এতগুলো বদমায়েস্ এক সঙ্গে জুটেছে, এ আমার জ্ঞানে ছিল না গুরুদেব। শেষ পর্যন্ত পাশের বাড়ির এক ঝিয়ের হাতে ঝাঁটা খেতে হল। (কাঁদিয়া ফেলিলেন)

চিদ্। এমনি করেই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হয় বৎস।

অক্ষয়। কিন্তু আপনি বেরিয়ে এলেন কেন গুরুদেব?

চিদ্। সজ্ঞানে মরবার ইচ্ছে ছিল না বলে।

অক্ষয়। সে কি!

চিদ্। বিস্ময়ের কিছু নেই বাবাজী। সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রে অনেক সহ্য করেছিলেম কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর পারলুম না।

অক্ষয়। আরও ছারপোকা বাড়ল বোধ হয়?

চিদ্। (বিরক্তভাবে) হুঁ, ছারপোকা তো তুচ্ছ এর কাছে। তোমাদের ম্যানেজারও কিছু নয়। আমায় এরা এতদিন কিছুই করতে পারেনি, আমায় তাড়ালে সেই ব্যাটা—প্রাণায়াম।

অক্ষয়। প্রাণায়াম?

চিদ্। হ্যাঁ, ব্যাটা ইদানীং রাত তিনটে থেকে "অসার খলু সংসারে কর ব্রহ্মনাম সার" বলে পেট থেকে এমন বিটকেল আওয়াজ বার করতে লাগল যে আমি আর সহ্য করতে পারলুম না। তৃতীয় দিন আমি হাতজোড় ক'রে বললুম, রাতটা কাটাতে দিন স্যার, ব্যাটা বলে, ব্রহ্মনাদ প্র্যাকটিস্ করছি, ডিস্টারব্ করবেন না। ঠায় কম্বল গুটিয়ে জেগে

বসে রইলুম। ভোর নাগাদ হঠাৎ ব্যাটা একটা গমক্ মারলে তার ঠেলায় ছাদ না ফেটে দরজার ছিট্‌কিনিটা খুলে বেরিয়ে গেল। আমিও সেই তক্কে সরে পড়লুম।

অক্ষয়। কি সর্বনাশ।

চিদ্। আপশোসের কিছু নেই, সংসারে থাকলেই এসব আপদ আস্‌বেই বাবাজী। তুমি এখন কি করবে ভাবছ?

অক্ষয়। যে-কোন একটা ভাল জায়গায় চলে যাব ভাবছি।

চিদ্। রোজগার?

অক্ষয়। কিছু ব্যাঙ্কে টাকা আছে। তাতেই চলে যাবে।

চিদ্। খুব সৎবুদ্ধি করেছ। আমারও তাই মত। তোমার সঙ্গে থাকলে আমারও চলে যাবে একরকম ক'রে। এখানে দেখলে তো? ধর্মেতে ফাঁকি, সাহিত্যে ফাঁকি, ব্যবসায় ফাঁকি, শিল্পেতে ফাঁকি, মায় প্রেমে পর্যন্ত ফাঁকি, অতএব এ ফাঁকির রাজ্য ছেড়ে ফাঁকা রাস্তায় বেরিয়ে পড়াই ভাল।

অক্ষয়। ভাবছি এখান ছেড়ে অন্যদেশে—

চিদ্। এদেশে যাবার কোথাও নেই, সারা দেশই আজ মেস নম্বর ফরটিনাইন।

অক্ষয়। তাহ'লে কি এদেশের আর উদ্ধারের আশা নেই বলছেন?

চিদ্। আছে। ঠেঙানি না খেলে জ্ঞান হবে না—আজ তুমি মার খেয়ে তবে ঐ মেস থেকে বেরিয়েছ, মার খেয়ে তবে তোমার চৈতন্য হয়েছে, যে কি সংঘাতিক জায়গায় এতদিন

তুমি ঢুকে বসেছিলে তেমনি ঐ জিনিসটা যদি দেশের লোককে আরও দিতে পারা যায়। তবে জায়গাটা ভদ্রলোকের মত হবে। [মুখের দিকে চাহিয়া ক্ষণ পরে] আপাততঃ কিছু আছে ?

অক্ষয়। আছে, বেশি নয়।

চিদ্। কত ?

অক্ষয়। টাকা আড়াই—

চিদ্। যথেষ্ট। বেশ সর সমেত আধসেরটাক্ রাবড়ি কিনে নিয়ে এস ততক্ষণ। তারপর তোমার দীক্ষার আয়োজন করবো।

(অক্ষয় প্রস্থানোদ্যত হইল)

শোন। [অক্ষয় ধীরে ধীরে কাছে আসিল] চাদরটা আমার কাছে রেখে যাও।

[অক্ষয় নিরুপায় ভাবে চাদরটি খুলিয়া তাহার হাতে দিল, চিদ্ ঘন সেটিকে হাতে লইয়া নিশ্চিন্তে রঙ্গমঞ্চের মধ্যস্থলে দাঁড়াইলেন। অক্ষয়বাবু চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছেন এমন সময় গোবর্দ্ধন ডানদিক দিয়া একগাল হাসিয়া প্রবেশ করিল]

গোবর্দ্ধন। বাবু চললেন ?

অক্ষয়। হাঁ।

গোবর্দ্ধন। (একগাল হাসিয়া) আমার বস্‌কিশটা বাবু ?

অক্ষয়। [গোবর্দ্ধনের দিকে চাহিয়া নিজের জামা খুলিয়া তাহাকে ছুঁড়িয়া দিলেন। গোবর্দ্ধন একেবারে দাঁত বাহির করিয়া হাসির ভাব দেখাইতে লাগিল। ইতিমধ্যে ডান দিক দিয়া ম্যানেজার বাবুর প্রবেশ]

ম্যানেজার। কি অক্ষয়বাবু চললেন ?

অক্ষয়। [সেই দিকে ফিরিয়া ম্যানেজারের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া নিজের গা হইতে গেঞ্জিটা খুলিয়া তাহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন ও পরে নিজের কাপড়টি দেখাইয়া চিৎকার করিয়া বলিলেন।]

আর কিছু নেই—এইটি ছাড়া !

[ডানদিকে সহাস্য মুখে গোবর্দ্ধন, পিছনে সহাস্যবদন চিদ্‌ঘনানন্দ ও বামদিকে হাসিমুখে ম্যানেজার দাঁড়াইয়া রহিল। অক্ষয়বাবু রঙ্গমঞ্চের ঠিক মধ্যস্থলে একবার এর একবার ওর মুখের পানে বাগতঃ ভাবে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন।]

—শেষ—

বিহার সাহিত্য ভবনের আরও কতগুলি পড়ারমত বই !

রসরচনায় অগ্রদূত ৺কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

চীনযাত্রী—৩৲

আইহ্বাজ—৪৷৹

হিসেব-নিকেস—৩৷৹

শ্রেষ্ঠ গল্প—৪৷৷৹

কোষ্ঠীর ফলাফল—৬৲

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের—অষ্টক—২৸৹

মাঝারি (রসরচনা)—বিমল প্রসাদ মুখোপাধ্যায়—২৷৷৹

দিনগত (উপন্যাস)—বিধায়ক ভট্টাচার্য—২৷৷৹

বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ (উপন্যাস)—জ্যোতির্ময়ী দেবী ৩৲

প্রাচীন কথা ও কাহিনী—সন্ধ্যা ভাদুড়ী—১৷৷৹

অগ্রগামী (উপন্যাস)—মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—৪৲

পরিমল গোস্বামীর—শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ গল্প—৫৲

এ যুগের জীবন-বেদ—

শ্রীবিরূপাক্ষের লেখা

বইগুলি পড়েছেন ?

রঙ্গরসে ব্যঙ্গ কৌতুকে সমুজ্জ্বল
বাংলা সাহিত্যে রসরচনার ক্ষেত্রে যুগান্তর সৃষ্টি করেছে।

ঝঞ্ঝাট—৩৲

অযাচিত উপদেশ—৩৲

নিদারুণ অভিজ্ঞতা—৩।৹

বিষম বিপদ—৩৲

বিচিত্র চরিত্র—৩৲

দি বিহার সাহিত্য ভবন লিঃ